জিতলে ফিলিস্তিনপন্থী শিক্ষার্থীদের আমেরিকা থেকে বের করব: ট্রাম্প

সারে-জমিন

বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন বানপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র

রূপসী বাংলা

মোদিবিরোধী হাওয়া, কিন্তু তিনি হারবেন কি

সম্পাদকীয়

বিজেপির সব আছে, নেই মানুষের সমর্থন: অভিষেক

সাধারণ

কোচ পদে তেন্ডুলকার, ধোনি, মোদি, অমিত শাহ-এরও আবেদন!

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বুধবার
২৯ মে, ২০২৪
১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১
২০ যিলকদ, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 145 ■ Daily APONZONE ■ 29 May 2024 ■ Wednesday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

মোদির মাথার চুল থেকে পায়ের নখ, সব দু'নম্বরি: অভিষেক

নকীব উদ্দিন গাজী ও বাইজিদ মণ্ডল ● ডায়মন্ডহারবার

আপনজন: এবার লোকসভা নির্বাচনে সপ্তম দফা ভোটের আগেই তৃণমূল কংগ্রেস ২৩ টার বেশি আসন পেয়ে বসে আছে বলে দাবি করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

মঙ্গলবার নিজের লোকসভা কেন্দ্রে একটি বর্ণাঢ্য পদযাত্রা করেন ডায়মন্ডহারবার দু'নম্বর ব্লকের পালের মোড় থেকে সরিষা ২৪৬ মোড় পর্যন্ত। আর এরপরই নিজের লোকসভা কেন্দ্র থেকে কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকারের বিরুদ্ধে অভিষেক একের পর এক চ্যালেঞ্জ ও কটাক্ষ ছুড়ে দিলেন। অভিষেক বেলেন, এই ঘূর্ণিঝড় রিমালে কোনও বিরোধী নেতা মানুষের পাশে ছিলেন না। একমাত্র ছিল তৃণমূল কংগ্রেস। ২৪ ঘন্টার মধ্যে বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক থেকে শুরু করে যে সমস্ত মানুষের ক্ষতি হয়েছে সমস্ত ক্ষতিপূরণ দেবে তৃণমূল কংগ্রেস। পাশাপাশি নিজের লোকসভায় দাঁড়িয়ে এবারে ৪ লক্ষ ভোটের ব্যবধান বেঁধে দেওয়ার পাশাপাশি নরেন্দ্র মোদি ৩৬৫ দিন ডায়মন্ড হারবারে পড়ে থাকলেও হারাতে পারবে না বলে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়লেন অভিষেক।

অন্যদিকে আবাস যোজনার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, নরেন্দ্র মোদির মাথার চুল থেকে পায়ের নখ অব্দি সমস্তটাই দু'নম্বরি। কোনও টাকা দেননি। যদি টাকা দিয়ে থাকেন তাহলে কাকদ্বীপের সভা করতে আসছে বুধবার দিন সেখানেই বলুক কত টাকা দিয়েছেন আবাস যোজনার সাধারণ মানুষকে জানাক। পাশাপাশি তিনি চ্যালেঞ্জ জানান, ডায়মন্ড হারবারের সিপিএম বিজেপি প্রার্থী তাদের কাজের খতিয়ান নিয়ে আসুক লেজে গোবরে করে ছেড়ে দেব।

কার্যত এদিনের এই পথ সভা থেকে একদিকে যেমন কেন্দ্রীয় সরকারকে হুংকার দিলেন অভিষেক ঠিক তেমনি নিজের জয় সুনিশ্চিত বলে দাবি করলেন অভিষেক।

শুধু নরেন্দ্র মোদি নন সুকান্ত মজুমদার শুভেন্দু অধিকারী সুজন চক্রবর্তী মোঃ সেলিম অধীর রঞ্জন চৌধুরী প্রত্যেককে নাম ধরে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে বলেন, তার বিপরীতে দাঁড়াতে পারতেন। ডায়মন্ডহারবার থেকে এত ভয় কিসের।

এদিন জনসভা থেকে আবারও ডায়মন্ড হারবার মডেলকে সামনে তুলে আনলেন তিনি।

তিনি জানান ভারতবর্ষের মধ্যে একমাত্র ডায়মন্ডহারবার লোকসভা যেখানটা ষাট উর্ধ্ব ব্যক্তিদের ১০০০ টাকা করে শ্রদ্ধার্ঘ্য দেওয়া হয়। দশ বছরের কাজের খতিয়ান রাস্তাঘাট পানীয় জল যে উন্নয়ন হয়েছে তার খতিয়ান তুলে ধরেন।

অভিষেক বন্দোপাধ্যায় বলেন কোভিডের সময় স্থানীয় দলীয় নেতৃত্ব রা গিয়ে ডায়মন্ড হারবার লোকসভা এলাকায় সাধারণ মানুষকে রান্না করে খাবার দিয়ে আসত, তখন কোনো বিজেপি সহ অন্যান্য বিরোধী দলের নেতা দের দেখা পাওয়া যায়নি। ভোট আসলেই ভোটটা শুধু নেওয়ার জন্য মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলে যায়, মানুষ বিপদে পড়লে তাদের আর পরে খোজ পাওয়া যায় না,তাদের আবার বরো বরো কথা। আমরা ক্ষমতায় আসার পর কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, বিদ্যালয়, ইলেকট্রিক, পাকা, ও কংক্রিটের রাস্তা অনেক হয়েছে,জা ৩৪ বছর রাজ্যে বাম ক্ষমতায় থাকতে যা না করতে পেরেছে, তৃণমূল সরকার আসার পর বহুগুণ বেশি কাজ ও উন্নয়ন হয়েছে। কয়েকটা চোর জুয়াচোর মিলে দেশ চালাচ্ছে। আমরা যেটা বলি সেটা গ্যারান্টি, আর মোদির গ্যারান্টি মানে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি।দয়াকরে ভোটের লিস্টে নাম রাখুন ভোটটা দিন, নাহলে বিজেপি আসলে সকল কে ভাতে মারবে। বাংলায় বিজেপি হচ্ছে চাকরি খেকো বাঘ!

অভিষেক বিজেপিকে চোরের দল বলে কটাক্ষ করেন। তিনি বলেন, চোরেরা বিজেপিতে গেলে সবাই ঠিক, ওয়াশিং মেসিনে ঢুকলেই ক্লিয়ার। গ্রামীণ রাস্তার কাজে দেশের মধ্যে বাংলা প্রথম হয়েছে। কিন্তু আমাদের বাংলাকে ভাতে

> মোদি ৩৬৫ দিন ডায়মন্ড হারবারে পড়ে থাকলেও হারাতে পারবে না বলে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়লেন অভিষেক

মারতে চায়,ঠিক মত ন্যায্য টাকা দেয় না। আপনারা সবাই তৃণমূল কে ভোটটা দিন, সরিষা থেকে ডায়মন্ড হারবার মানুষকে আবেদন অভিষেক বন্দোপাধ্যায়। আমরা চাই বাবা সাহেব আম্বেদকরের সংবিধান বেঁচে থাক, মোদি নিপাত যাক। এইবার দিল্লিতে মোদিকে হাঁটিয়ে আমরা সরকার গড়বো। এবার খেলা হবে, আপনারা এবার আমাকে জিতিয়ে রেকর্ড করুন, আমি একজন তোমাদের পরিবারের সদস্য হিসেবে ডায়মন্ড হারবার মানুষকে আবেদন অভিষেক বন্দোপাধ্যায়ের।

মূল্যবৃদ্ধি সহ একাধিক ইস্যুতেও কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব হন অভিষেক। অভিষেক বলেন, আমজনতাকে যা কিছু প্রধানমন্ত্রীর দেওয়ার কথা, তা আদপে দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। দেওয়ার কথা ছিল মোদীর, দিয়েছে দিদি। একদিকে দিদি দিচ্ছে, আর মোদী নিচ্ছে। দিদি ১২০০ টাকা লক্ষীর ভাণ্ডার দিচ্ছে, আর গ্যাসের দাম ১২০০ টাকা করে নিচ্ছে মোদী। জিরে, বিস্কুটের উপর ১৮ শতাংশ জিএসটি বসিয়েছে। আর সোনা, হিরের শূন্য জিএসটি।

এই দিন এই পথসভা ও মিছিলে উপস্থিত ছিলেন ডায়মন্ড হারবার বিধানসভার বিধায়ক পান্নালাল হালদার ডায়মন্ড হারবার বিধানসভার পর্যবেক্ষক শামীম আহমেদ ডায়মন্ডহারবার পৌরসভার চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান ও শিক্ষক নেতা মইদুল ইসলাম সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা।

রিমালে দিল্লি থেকে নজরদারি দাবি মোদির, কটাক্ষ মমতার

ডাহা মিথ্যাবাদী, আর কদিন পরেই তো প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মঙ্গলবার দাবি করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ঈর্ষার কারণে বাংলায় ব্যাপক উন্নয়ন দেখতে পাচ্ছেন না।

কলকাতার দক্ষিণ লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত বেহালায় দলীয় প্রার্থী মালা রায়ের সমর্থনে এক নির্বাচনী সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মঙ্গলবার বলেন, গত ১০ বছরে পশ্চিমবঙ্গে অনেক উন্নয়ন হয়েছে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী তা দেখতে পাচ্ছেন না। ঈর্ষান্বিত মানুষ তা দেখতে পাচ্ছেন না।

লোকসভা ভোটের পর বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ কেন্দ্রে ক্ষমতায় থাকবে না বলেও ভবিষ্যদ্বাণী করেন মমতা। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী আর মাত্র কয়েকদিন ওই চেয়ারে থাকবেন। তার পরেই তিনি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী হবেন।

পশ্চিমবঙ্গে ঘূর্ণিঝড় রিমালের 'ন্যূনতম প্রভাব' দেখিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ঘূর্ণিঝড়ের পরে কলকাতায় প্রায় কোনও জল জমে নি। দিল্লি হলে টানা পাঁচদিন জলের তলায় থাকত শহর।

মমতা আরও বলেন, ঈর্ষার কারণে বাংলার এই ব্যাপক উন্নয়ন দেখে যেতে পারছেন না প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

গত ১০ বছরে পশ্চিমবঙ্গে অনেক উন্নয়ন হয়েছে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী তা দেখতে পাচ্ছেন না। ঈর্ষান্বিত মানুষ তা দেখতে পায় না। নরেন্দ্র মোদি গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন কখনও দেশের অন্যান্য অংশের জন্য চিন্তা করেননি বলে দাবি করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বলেন, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার আগে আমি রেল, কয়লা এবং ক্রীড়ার মতো কেন্দ্রের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রক সামলেছি। তখন অনেক কাজ করেছি।

অন্যদিকে, রাজ্য সরকার সময়মতো ব্যবস্থা না নিলে রিমাল ঝড়ে কয়েক লক্ষ লোক মারা যেত বলে দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বেহালায় নির্বাচনী সভায় এ নিয়ে মোদির সমালোচনা করেন মমতা। মমতা আবারও মোদিকে মিথ্যাবাদী তকমা দিয়ে বলেন, আমি রিমাল ঘূর্ণিঝড় নিয়ে সারা রাত ধরে তদারকি করেছি। প্রায় ৪৬ লক্ষ লোককে নিরাপদ আশ্রয়ে সরানো হয়েছে। মানুষ রিমালের প্রভাব সেভাবে জানতে পারেনি। অথচ আজ কাকদ্বীপের সভা থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দাবি করলেন, দিল্লি থেকে তিনি সব নজরদারি করেছেন। দিল্লি থেকে সাইক্লোন সামালেছেন। মোদির এই দাবিকে ডাহা মিথ্যেবাদী বলেন মমতা।

এ প্রসঙ্গে মমতা আরও বলেন, দিল্লি থেকে বসে সাইক্লোন সামলেছেন দাবি করায় তাঁকে বলব, প্রধানমন্ত্রীর মিথ্যা বলা সাংবিধানিক অধিকার নয়। কাজও নয়। কাকে নিয়ে করিয়েছিলেন? এনডিআরএফ দেখাচ্ছে? টাকাও দেব, আবার বড় কথা বলবেন! উনি নাকি মা কালীকে ডেকে সাইক্লোন আটকেছে।'

মমতা এখানেই থেমে থাকেননি। তিনি অভিযোগ করেন, দিন-রাত মোদির ছবি দেখতে হচ্ছে। তাঁর কথায়, তেজস্বী খাটাখাটনি করে লাঞ্চ করছিল। সেই ভিডিয়ো করেছে। মাছ খাচ্ছিল। সেই নিয়ে বলেন, মাছ খায়! তিনি একটা ব্যাঙের ছাতা খান, চার লক্ষ টাকা দাম। তাইওয়ানের ব্যাঙের ছাতা। আমি এ সবে যেতাম না, যদি না এ সব বলে বাংলার মানুষকে অপদস্থ করতেন। সমাজমাধ্যমে দেখেছি একটা ছাতার দাম ৮০ হাজার। লাঞ্চে খরচ চার লক্ষ টাকা। এসব খাওয়ার অধিকার রয়েছে। কিন্তু যখন বলেন, মাছ খাবে না, তা হলে কি বার্লি খাব?'

রাজ্যের একর পর এক আমলাদের ট্রান্সফার করা নিয়ে মোদিকে নিশানা করেন মমতা। মমতা বলেন, তিন মাস ধরে নির্বাচন চলছে। এত গরম। বাচ্চাদের স্কুল বন্ধ করলাম। ঝড়জল শুরু হল। ভ্রূক্ষেপ নেই। এক জন নির্বাচন কমিশনার প্রতিবাদে ছেড়ে দিলেন। উনি যত বার বাংলায় আসেন, এক জন করে আইএএসকে সরিয়ে দেন। ক্ষমতা যে দিন মানুষ কেড়ে নেবে, জবাব দেবে ব্যালটে। চেয়ারে না থাকলে কেউ দেখবে না। কালো ধন করছেন, পিএম কেয়ারের টাকা কই? সেই প্রশ্নও তোলেন মমতা। সন্দেশখালি নিয়ে মোদি সরব হওয়ায় তার চরম সমালোচনা করে মমতা বরেন, 'মা-বোনদের অসম্মান করে বিজেপি নির্বাচনী ইস্যু করেছে। বাংলার বদনাম করার চেষ্টা করেছে সন্দেশখালিতে। বাংলার মা-বোনদের এই অসম্মান মেনে নেব না। আজ থেকে পাকিস্তান বলতে শুরু করেছেন। আবার পুলওয়ামা হবে বোধ হয়।" এর আগে মোদি অমিত শাহ অভিযোগ করেছিলেন মমতা বাঙলায় দুর্গাপূজা করতে দেন না। এদিন তার জবাব দেন মমতা। মমতা বলেন, ভোট ছাড়া তো আসেন না। বিপদে আসেন না। বাংলাকে লাঞ্ছনা করাই ওঁর কাজ। আগে বলত, মমতাজি বাংলায় দুর্গাপুজো করতে দেন না। সরস্বতী পুজো করতে দেন না। সেই বাংলা কিন্তু ইউনেস্কোর তকমা পেয়েছে।

তৃণমূল ও সিপিএম একই মুদ্রার এপিঠ ও ওপিঠ: মোদি

আপনজন ডেস্ক: মঙ্গলবার বারাসাত লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী স্বপন মজুমদার ও বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্রের সমর্থনে নির্বাচনী জনসভা করতে এসে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'তৃণমূল এবং জোট 'ইন্ডিয়া'র আপনাদের উন্নয়নের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই। এরা শুধু নিজেদের ভোটব্যাঙ্ককে তুষ্ট করতে চায় । সংবিধানের ক্ষতি হচ্ছে বলে চিৎকার করতে থাকা মানুষদের পশ্চিমবঙ্গে এসে দেখে যেতে বলুন। এখানকার ওবিসিদের ধোঁকা দিয়েছে তৃণমূল। আদালতে তা প্রকাশ্যে এসেছে। কলকাতা হাই কোর্ট বলেছে, ৭৭ মুসলিম সম্প্রদায়কে ওবিসি ঘোষণা করা অসাংবিধানিক । তৃণমূল লক্ষ ওবিসি যুবদের অধিকার কেড়ে নিয়েছে জিহাদিদের মদত জোগানোর জন্য । আদালতের এই সিদ্ধান্তের পর মুখ্যমন্ত্রীর রূপ দেখে আমি স্তম্ভিত। বিচারকদের উপর প্রশ্ন তোলা হচ্ছে । আমি তৃণমূলীদের প্রশ্ন করতে চাই, এ বার কি বিচারকদের পিছনেও গুন্ডা পাঠাবে! ন্যায়পালিকার গলা টিপছে তৃণমূল।

অন্যদিকে, এদিন মোদি দ্বিতীয় জনসভা করেন বারুইপুরে, কলকাতা দক্ষিণ কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দেবশ্রী চৌধুরী এবং যাদবপুরের প্রার্থী অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সমর্থনে।

এই জনসভায় বাংলার দুই রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ তৃণমূল ও সিপিএমকে একই তুলিতে কটাক্ষ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মোদি বলেন, তারা একই মুদ্রার দুই পিঠ। সিপিএমকে ভোট দিলে তা তৃণমূলের কাছে যাবে। তৃণমূলকে শক্তিশালী করতে বামেদের ভোট দেবেন? সেই প্রশ্ন তোলেন জনগণের কাছে।

মোদি এদিন তৃণমূল ও বামেদেরকে একই সঙ্গে সমালোচনা করেন। মোদি বলেন, তৃণমূল ও বামেরা দু'দলই ভারতীয় জোটের শরিক। দু'জনেই তোষণের রাজনীতি করেন। দুটোই গণতন্ত্র বিরোধী। পঞ্চায়েত ভোট হোক, পুরভোট হোক, বিধানসভা হোক বা লোকসভা, বাংলায় কোনও নির্বাচনই হিংসা ছাড়া হয় না। তিনি বলেন, তৃণমূলের রাজনীতি রক্তের রাজনীতি। তারা দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেয়। তাদের রাজনীতি শুধুই তাদের ভোট ব্যাংকের জন্য।

মোদি আরও বলেন, "দেশ নিয়ে তৃণমূলের কি কোনও ভিশন আছে? বাংলার জন্য? তারা শুধু তাদের ভোট ব্যাংকের স্বার্থ রক্ষায় কাজ করে। তারা চায় যুবকরা দরিদ্র ও বেকার থাকুক, যাতে তারা তাদের দোকান চালু রাখতে পারে।

তবে মোদি সিপিএমের সঙ্গে তৃণমূলকে এই আসনে বসানোয় প্রতিক্রিয়া জানান রাজ্য সিপিএমে সম্পাদক মুহাম্মদ সেলিম। তিনি বলেন, মমতা ও মোদি একই সুরে কথা বলছেন। শেষ দফায় আমাদের লড়াই সরাসরি কিছু কেন্দ্রে তৃণমূলের সঙ্গে এবং কিছু কেন্দ্রে বিজেপির সঙ্গে। সেই কারণেই ওরা আমাদের বন্দুক তাক করেছে। যদিও মমতা জানান, বাংলায় তৃণমূল কংগ্রেস একাই বিজেপির বিরুদ্ধে লড়ছে এবং তা চালিয়ে যাবে।

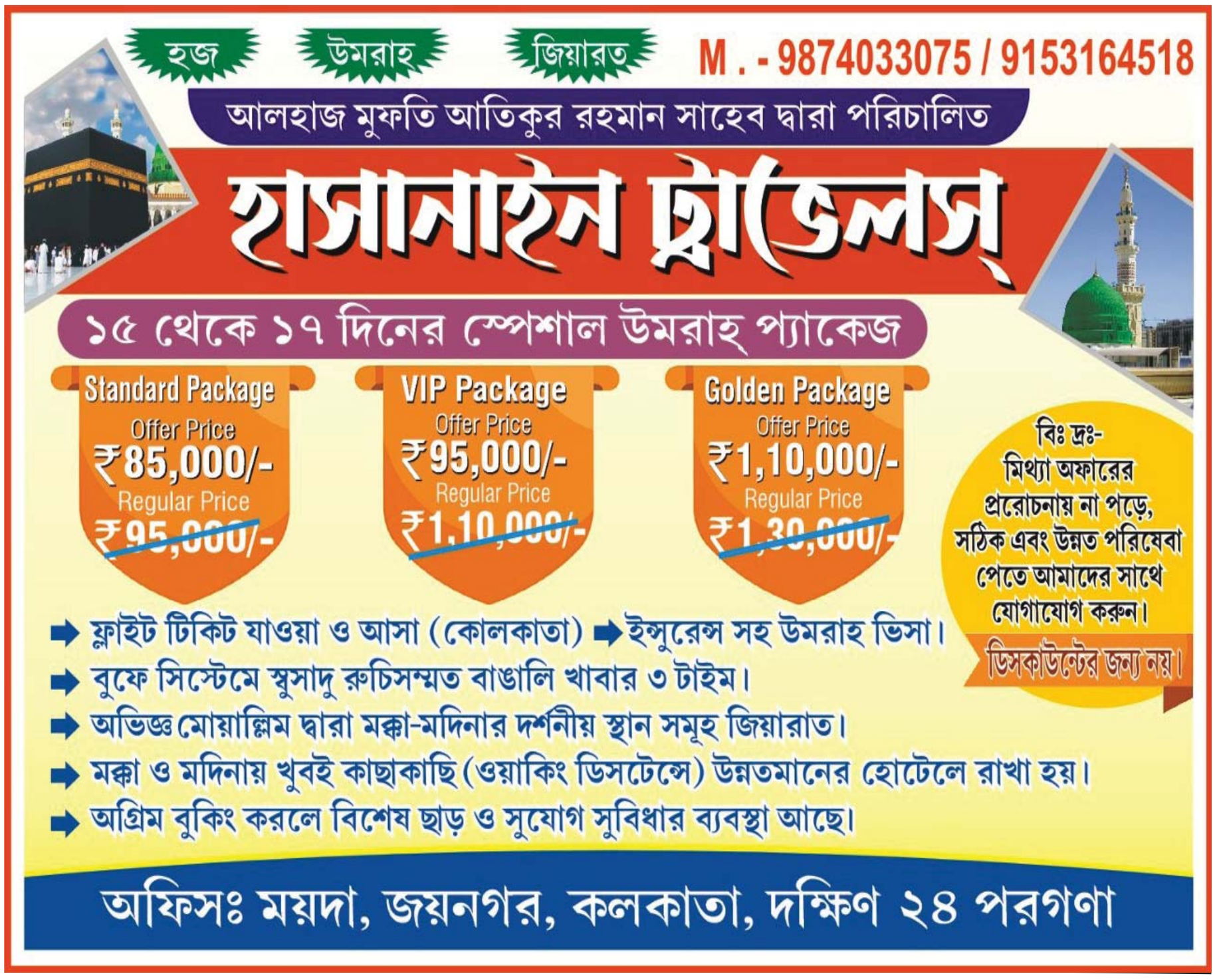

প্রথম নজর

বিচ্ছিন্ন তারে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: রেমাল ঝড়ের তাণ্ডবে রাতভর ছিলনা কারেন্ট,ভোরের দিকে বিদ্যুৎ সংযোগ আসতেই ফ্যানের সুইচ অন করতে গিয়ে মৃত্যু হল এক যুবকের!মৃত ওই যুবকের নাম অর্ণব মণ্ডল (২৭)।রেমাল ঝড়ের তাণ্ডবে বিদ্যুৎহীন হয়েছিল হাওড়া গ্রামীণ জেলার উলুবেড়িয়ার বিস্তীর্ণ এলাকা। রবিবার রাত থেকেই বিদ্যুৎহীন ছিল উলুবেড়িয়া পুরসভার ২১ নং ওয়ার্ডের কুশবেড়িয়া। সোমবার এলাকায় বিদ্যুৎ এলেও মৃত ওই যুবকের বাড়ির চত্বরে ছিল না বিদ্যুৎ।অর্ণবের পাশেই ঘুমিয়ে ছিলেন তাঁর স্ত্রী ও আট মাসের সন্তান। মঙ্গলবার ভোরে বিদ্যুতের সংযোগ ফিরতেই ফ্যান চালানোর চেষ্টা করেন অর্ণব। তখনই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয় সে।পরিবার সূত্রের খবর,মঙ্গলবার ভোর সাড়ে তিনটে নাগাদ ওই এলাকায় বিদ্যুৎ এলে অর্ণব পাখা চালানোর জন্য সুইচবোর্ডে বিদ্যুতের তার লাগাতে যান। সেই সময় তিনি বিদ্যুৎপৃষ্ট হন। অর্ণবের স্ত্রীর চিৎকারে আশেপাশের লোকজন ছুটে এসে অর্ণব-কে ফুলেশ্বরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।সেই সময় ওই হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। উলুবেড়িয়া থানার পুলিশ মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে!

কৃষ্ণগঞ্জে তিন দিন ধরে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন সীমান্তবর্তী বানপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: হাসপাতাল এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র যেখানে বিদ্যুৎ সরবরাহ সবসময় সচল রাখা অত্যন্ত জরুরি তার ওপর সেই হসপিটাল যদি হয় সীমান্তবর্তী হসপিটাল যার ওপর সাধারণ মানুষ থেকে বিএসএফ কর্মীরা অব্দি সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল । তাহলে সেই স্বাস্থ্য কেন্দ্রের গুরুত্ব অনেকটাই বেশি থাকে এলাকায়। তেমনি একটি সীমান্তবর্তী হাসপাতাল হল নদীয়ার কৃষ্ণগঞ্জের বানপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র। সীমান্ত এলাকায় এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ হাসপাতাল এই হাসপাতালে তিন দিন ধরে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন রয়েছে । বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন থাকার ফলে জরুরি পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন রোগীরা। সদ্যোজাতের জন্মানোর পর দেওয়া ভ্যাকসিন, ছোট বড় বিভিন্ন বয়সের অসুস্থ রোগীদের গ্যাস দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না । ফলে অসুস্থ রোগীকে এই হাসপাতাল থেকে দশ থেকে বারো কিলোমিটার দূরে কৃষ্ণগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে আসতে হচ্ছে । যা কিনা সীমান্তবর্তী এলাকায় রোগীদের রাতের বেলায় অনেকটাই অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় । সীমান্ত লাগাওয়া গ্রামগুলিতে এমনিতেই রাতের বেলায় বাড়ি থেকে খুব একটা মানুষ বের হয় না । সেই জন্য যানবাহন সেরকম ভাবে পাওয়া যায় না। ফলে জীবন দায়ী গ্যাস ও ওষুধ এখানকার মানুষের যে কতটা প্রয়োজন তা না দেখলে বোঝা যাবে না সীমান্তর মানুষের যন্ত্রণা । হাসপাতালে সব রকম পরিষেবা চালু থাকলেও বিদ্যুৎ না থাকায় সবই আজ অচল হয়ে রয়েছে । হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বিদ্যুৎ দপ্তরকে বারবার জানিয়েছেন কোন সুরাহা হয়নি । গ্রামবাসীরা বিদ্যুৎ দপ্তরকে জানিয়েছে বলেই অভিযোগ করছে রোগীর পরিবার পরিজনেরা। এমনকি প্রসুতি বিভাগের কাজও রয়েছে বন্ধ। বিদ্যুৎ না থাকার জন্য। কর্তব্যরত চিকিৎসককে এই বিষয়ে আমাদের প্রতিনিধি প্রশ্ন করলে তিনি ঘটনা স্বীকার করলেও ক্যামেরার সামনে কিছু বলতে চাননি। প্রান্তিক হাসপাতাল বলেই কি পরিষেবায় এতটা গাফিলতি প্রশ্ন তুলছেন রোগীর পরিবার পরিজনেরা! এখন দেখার বিষয়, কবে বিদ্যুৎ পৌঁছাই এই হাসপাতালে রোগীরা আবার আগের মতো চিকিৎসা পায় সেটাই দেখার বিষয় । বিদ্যুৎ না থাকার ব্যাপারে স্থানীয় রোগী আত্মীয়রা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ।

অবজ্ঞায়, অবহেলায় চুরুলিয়ায় নজরুলের জন্মজয়ন্তী উচ্ছ্বাসহীন

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● চুরুলিয়া

আপনজন: অবজ্ঞা আর অবহেলার মাধ্যমে চলছে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৫ তম জন্মজয়ন্তী, চুরুলিয়ার নজরুল মেলা । এর আগে নজরুলের ১০০ তম জন্ম জয়ন্তী নজরুল একাডেমির উদ্যোগে পরিচালিত হয়েছিল । সেই সময় চুরুলিয়া এসে উপস্থিত হয়েছিলেন দেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ি, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা,পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা । গোটা চুরুলিয়াকে সাজানো হয়েছিল সেই সময়। পরবর্তী ক্ষেত্রে গত চার বছর ধরে কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় নজরুল একাডেমী সহ নজরুল মেলার দায়িত্ব নিয়েছে কিন্তু সেই দায়িত্ব তারা যথা পালন করেনি ।১২৫ তম জন্ম জয়ন্তীর অনুষ্ঠানে একটা নিমন্ত্রণ কার্ড পর্যন্ত ছাপানো হয়নি। যে সমস্ত অতিথি এবং শিল্পীরা আসছেন তারা কোথায় থাকবেন কি খাবেন কোন ব্যবস্থাপনা নেই । বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে জিজ্ঞাসা করলে তারা পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠান যে লেবেলে মেলা হওয়ার কথা সেই লেবেলে কোনভাবেই মেলা হচ্ছে না । চুরুলিয়ার বেশিরভাগ মানুষ জানে না যে ১২৫ তম জন্ম জয়ন্তী পালিত করছে বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে। অনুষ্ঠান কিভাবে হচ্ছে মানুষের কোন উচ্ছ্বাস নেই। অনেক স্টলের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা নেয়া হয়েছে কিন্তু গ্রামীণ যে মেলা সাধারণ মানুষের যে মেলা তাদের সেই উৎসব কোথাও চোখে পড়ছে না ।এই নিয়ে কবি পরিবারের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষোভ আছে ।তারা নিজেরাও চাইছে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে তারা আবার নিজেরাই নজরুল একাডেমির মাধ্যমে মেলা করবেন। গ্রামবাসীদের সাহায্য সহযোগিতা নিয়ে প্রয়োজনে ভিক্ষা করে তারা নজরুলের জন্ম জয়ন্তী পালন করবেন কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের অবজ্ঞা সহ্য করা যাচ্ছে না। বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য ,রেজিস্টার ,মেলার দায়িত্ব থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কোনোভাবেই এই অনুষ্ঠানকে সাফল্যমন্ডিত করতে ব্যবস্থাপনা করেননি । যাদেরকে দায়িত্ব দিয়েছেন তাদের যোগ্যতা নিয়ে এলাকাবাসী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা প্রশ্ন তুলেছেন । এত বড় মাপের কবির প্রতি অবজ্ঞা চুরুলিয়া বাসী মেনে নিতে পারছে না ।

আসবাবপত্র ব্যবসায়ী ৬ দিন ধরে নিখোঁজ

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● রায়গঞ্জ

আপনজন:ইটাহারের আসবাবপত্র ব্যবসায়ী রঞ্জিত ভাস্কর (৫১) গত ছয় দিন ধরে নিখোঁজ রয়েছেন। তার সন্ধান পাওয়া যায়নি এবং তার ফোনে অতিরিক্ত চার্জের কারণে মোবাইল বন্ধ হতে পারে বলে জানান। এই অদৃশ্যতার পেছনে একটি মোহার লুকিয়ে রয়েছে, যা রহস্যের আবর্জনা তৈরি করেছে। পরিবারের সদস্যরা উদ্বেগিত এবং পুলিশ তদন্তে নিয়ে চলছে। ইংরেজ বাজার ও ইটাহার থানায় অভিযোগ জানানো হয়েছে এবং তার ফোন কল লিস্ট এবং সিসিটিভি ফুটেজ পরীক্ষা করা হচ্ছে। রহস্যের পেছনের পরিদৃশ্য জানতে আশা করছে সমাজ। এই অদৃশ্যতার মূল কারণ নির্ধারণ করতে আবশ্যক বলে মনে করে তার পরিআর। তবে তদন্ত মেষ হলে রহস্য উন্মোচিত হতে পারে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বোলপুরে হঠাৎ দুর্ঘটনায় মৃত এক ব্যক্তি

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন:বোলপুর শহরে টিকেপাড়া এলাকায় কাঁচ চাপা পড়ে মৃত বিল্টু সাউ(৪০)। বিল্টু সাউ কাঁচের দোকানে কর্মচারী। এদিন দোকানে ছোট হাতি গাড়ি করে কাঁচ আসে। সেই কাঁচ গাড়ি থেকে নামাতে গিয়ে বিল্টু সাউয়ের মৃত্যু হয়।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায় দোকানের সামনে কাঁচের গাড়ি দাঁড়িয়েছিল সেই গাড়ি থেকে কাঁচ নামাতে গিয়ে বেসামাল হয়ে যাই এবং সেই কাঁচ বিল্টু সাউ চাপা পড়ে যান গুরুতর আহত হন।
স্থানীয় বাসিন্দারা সঙ্গে সঙ্গে বোলপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যান। চিকিৎসকেরা তাকে দেখে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই ঘটনায় আরো দুজন আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি।

মোদির সভায় বিভিন্ন জেলা থেকে লোক এনেছে বিজেপি: নারায়ণ

এম মেহেদী সানি ● অশোকনগর

আপনজন: বারাসাত লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ডাক্তার কাকলি ঘোষ দস্তিদারের সমর্থনে অশোকনগরের বাশপুল থেকে নুরপুর বাজার পর্যন্ত অভিনেতা অভিনেত্রীদের নিয়ে রোড-শো'র মাধ্যমে ভোট প্রচার করেন অশোকনগরের বিধায়ক তথা উত্তর ২৪ পরগনার সভাধিপতি তৃণমূল নেতা নারায়ণ গোস্বামী । কর্মসূচি শেষে শ্রীকৃষ্ণপুর বাজারে পথসভায় বক্তব্য রাখেন তিনি । পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অশোকনগরে মোদির জনসভা প্রসঙ্গে তীব্র কটাক্ষ করেন । নারায়ণের দাবি 'সারা রাজ্যে বিভিন্ন জেলার থেকে লোকজন এনেছেন বিজেপি । উনাদের (বিজেপির) কাছে কোটি কোটি টাকা আছে । লোকের মজুরির দাম দিয়ে নিয়ে আসতে পারেন ।' ১লা জুন সপ্তম তথা শেষ পর্যায়ে নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থীদের সমর্থনে অশোকনগরের হরিপুর কলেজ মাঠে নির্বাচনী জনসভায় এসেছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, যেটাকে ভালো চোখে দেখছেন না ঘাসফুল শিবির। তৃণমূল নেতা নারায়ণ গোস্বামী সোশ্যাল মিডিয়ায় মোদির বক্তব্য শুনেছেন বলে দাবি করে বলেন, 'উনি (নরেন্দ্র মোদি) উন্নয়নের কথা নির্দিষ্ট করে বলতে পারলেন? নির্দিষ্ট করে তো কিছুই বলতে পারলেন না, আমি তো সোশ্যাল মিডিয়াই উনার বক্তব্য শুনলাম ।' তিনি আরও বলেন, 'অশোকনগরের মিটিংয়ে দেখলাম কাথি লাইনের বাস আছে, দত্তফুলিয়ার বাস এনেছে, বনগাঁ ব্যারাকপুরের বিস্তীর্ণ এলাকা থেকে, বাইরে থেকে বাস এনেছেন ।' হরিপুর কলেজ মাঠের লোক ধারন ক্ষমতার হিসেব দিয়ে নারায়ণ গোস্বামী বলেন, 'ভোটের কাজে ডিএম সাহেব ডিসিআরসির জন্য অর্ধেক মাঠ ঘিরে ফেলেছেন, বাকি অর্ধেক জায়গায় ৬০০০ চেয়ারের ধরবে । বসেই সভা হয়েছে, বাদবাকি রাস্তায় বিক্ষিপ্ত কিছু লোক ছিল, সারা রাজ্যের বিভিন্ন জেলার থেকে লোকজন এনেছেন । উনাদের (বিজেপির) কাছে কোটি কোটি টাকা আছে । লোকের মজুরির দাম দিয়ে নিয়ে আসতে পারেন ।' তৃণমূল সন্দেশখালির মা-বোনেদের অসম্মান করেছে বলে দাবি করেছেন নরেন্দ্র মোদি । অন্যদিকে সন্দেশখালি প্রসঙ্গে ও সুর চড়ান নারায়ণ গোস্বামী । তিনি বলেন, 'সন্দেশখালি তে কি হয়েছিল মোদিজীর থেকেও ভালো জানবেন গঙ্গাধর তিলক যিনি সন্দেশখালি-২ এর মন্ডল সভাপতি। আজকে বসিরহাটের বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্র বলতে বাধ্য হচ্ছেন যে আমি ২০০০ টাকায় বিক্রি হয়নি আসলে ২০০০ টাকার গল্প কে বলেছিলেন? বলেছিলেন সন্দেশখালি ২ এর মন্ডল সভাপতি গঙ্গাধর তিলক, তিনি বলেছেন গণধর্ষণ হয়নি, রাজ্যের এক বিশেষ নেতার কথায় করা হয়েছে। ভোটটা যাক, গণনাটা হয়ে যাক । তারপর দেখবেন কোথার জল কোথায় যাচ্ছে । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নয় বলেও হুশিয়ারি দেন নারায়ণ । নরেন্দ্র মোদির ধর্মীয় প্রসঙ্গ টেনে বক্তব্যের বিরোধিতা করে নারায়ণ গোস্বামী বলেন, 'বাংলার দুর্গাপুজো ইউনেস্কো থেকে হেরিটেজ স্বীকৃতি পেলেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা তৃণমূল কংগ্রেস কখনো দেবী দুর্গার ছবি নিয়ে ভোটের রাজনীতি করে না কিন্তু ওনারা (বিজেপিরা) রামচন্দ্রকে ছাড়বেন না । এই ধর্মীয় ইস্যু, বস্তাপচা ইস্যু, মানুষ বুঝেছে এই একবিংশ শতাব্দীতে মানুষ যখন তাদের দক্ষিণ মেরুতে যাচ্ছে সেখানে দাঁড়িয়ে আর ধর্মের কথা চলবে না বলেও মন্তব্য করেন নারায়ণ গোস্বামী ।

চাষের জমিতে বিদ্যুতের ছেঁড়া তার জড়িয়ে মৃত্যু দুই কৃষকের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বনগাঁ

আপনজন: সকাল সকাল নিজের জমিতে চাষের কাজে গিয়েছিলেন বছর ৬৩ বৃদ্ধ, রিমল ঝড়ে বিদ্যুতের তার ছিড়ে পড়েছিল পটলের মাচার ওপর। সেদিকে খেয়াল ছিল না। ওই বৃদ্ধ চাষি ছেঁড়া তারে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে পটল খেতেই লুটিয়ে পড়েন ।
ওই সময় ওই পথ দিয়ে চাষের কাজে যাচ্ছিলেন প্রতিবেশী আরেক কৃষক। লুটিয়ে পড়া বিদ্যুৎপৃষ্ট বৃদ্ধকে বাঁচাতে গিয়ে আক্রান্ত হন তিনিও । এরপরে স্থানীয়রা কোন রকমে তাদেরকে উদ্ধার করে বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসক তাদের দুজনকে মৃত বলে ঘোষণা করে।মৃতদের নাম অমল পাল (৫৯) ও অনিল পাল (৬৩) মঙ্গলবার মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বনগাঁ থানার পাট শিমুলিয়া পশ্চিমপাড়া এলাকায়। ঘটনায় শোকোস্তব্ধ গোটা এলাকা। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। অন্যদিকে, জলপাইগুড়িতে জলঢাকা নদীর বাঁধ নির্মাণে অনিয়মের অভিযোগ, সেচ দপ্তরে বিক্ষোভ। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর শুরু হওয়া জলঢাকা নদীর বাঁধ নির্মাণ কাজে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ তুলে মঙ্গলবার সেচ দপ্তরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলেন এলাকার বাসিন্দারা।স্মারকলিপি প্রদান করে তারা দাবি করেছেন, নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করে তৈরি করা হচ্ছে বাঁধ। যা ভবিষ্যতে বন্যার ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলতে পারে।বছরের পর বছর আন্দোলন-সংগ্রামের মাধ্যমে অবশেষে বাঁধ নির্মাণ কাজ শুরু হলেও, কাজের মান নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন স্থানীয়রা।তাদের অভিযোগ, নির্মাণ সামগ্রীর মান নিম্নমানের।
এছাড়াও, নির্মাণ কাজে ব্যাপক অনিয়ম চলছে বলে অভিযোগ তোলা হয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, দ্রুত পদক্ষেপ নিয়ে নির্মাণ কাজের মান নিশ্চিত করা হোক এবং অনিয়মের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

দুদিন ধরে গ্রামে বিদ্যুৎ নেই, পানীয় জলের সংকটে বহু পরিবার

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: নিম্নচাপের বৃষ্টির জেরে গ্রামে নেই দুদিন কারেন্ট, পানীয় জলের সংকটে পড়েছিল বাড়িতে, বাধ্য হয়ে জেনারেটরের মাধ্যমে পাম্প চালিয়ে পানীয় জল তুলে বৈদ্যুতিক তার গুটিয়ে রাখার সময় আচমকাই কারেন্ট চলে আসায় বিদ্যুৎপৃষ্ঠ হয়ে মৃত্যু হয় এক যুবকের, শোকের ছায়া গ্রাম জুড়ে । গত ষষ্ঠ দফা নির্বাচনে ইন্দাস ব্লকের ১৭৫ নম্বর বুথে বিজেপির এজেন্ট ছিলেন, দায়িত্বের সঙ্গে ভোট করেছিলেন, কিন্তু ফলাফল আর দেখা হলো না ইন্দাস ব্লকের মোলকিরি গ্রামের বাসিন্দা আনুমানিক বছর ৩২ এর মধুসূদন ঘোষের।
নিম্নচাপের বৃষ্টির জেরে গ্রামে দুদিন ধরে নেই কারেন্ট। স্বাভাবিকভাবেই পানীয় জলের সমস্যা দেখা দিয়েছিল মধুসূদন বাবুর বাড়িতে। অগ্যতার গতি জেনারেটর চালিয়ে পাম্প থেকে পানীয় জল তোলেন মধুসূদন ঘোষ। জল তোলার কাজ সম্পূর্ণ হলে ইলেকট্রিক তার গুটিয়ে ঘরে রাখার জন্য উদ্যোগী হন তিনি, নিয়তির খেলা, হঠাৎ করেই কারেন্ট চলে আসে বৈদ্যুতিক তারে জড়িয়ে যান মধুসূদন ঘোষ। মাটিতে পড়ে ছটফট করতে থাকে তিনি।
গ্রামবাসীরা তড়িঘড়ি তাকে ইন্দাস ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে।
এরপরেই গ্রাম জুড়ে নেমে আসে শোকের ছায়া। মৃত্যুর সংবাদ পৌঁছায় ইন্দাস ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি শেখ হামিদের কানে। দল মত নির্বিশেষে তৃণমূলের ব্লক সভাপতি ছুটে আসেন হাসপাতালে। পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান তিনি। কথা বলেন পরিবারের লোকেদের সাথে তাদের পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন ব্লক সভাপতি।
এরপর মৃত দেহটি ইন্দাস থানা পুলিশ নিজেদের হেফাজতে নেয়। ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হবে বিষ্ণুপুর জেলা হাসপাতালে।

ইতিহাসের দুটি ষড়যন্ত্রকে সামনে রেখে গবেষকের বই প্রকাশ

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: বিশিষ্ট ইতিহাস গবেষক অধ্যাপক হিমাংশু কুমার সরকার এর ৮৯ তম জন্মদিন পালন ও 'নতুন গবেষণার আলোকে সেন রাজবংশের ইতিহাস' গ্রন্থ আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হলো মঙ্গলবার। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হিলি বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠে আয়োজিত এই মহতী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন দক্ষিণ দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক দেবব্রত মিত্র এবং বিশেষ অতিথির আসন অলংকৃত করেন রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক দীপক কুমার রায়। এছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ড. সুদীপ দাস, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সৌরেন বন্দ্যোপাধ্যায়, পরম্পরা প্রকাশনের সম্পাদক গৌতম দাস, ইতিহাস অনুসন্ধান পরিষদের সম্পাদক ড. নবকুমার দাস, বিশিষ্ট কবি ও সমাজসেবী বঙ্গরত্ন বিশ্বনাথ লাহা সহ আরো অনেকে। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন সোমদত্তা চক্রবর্তী। অধ্যাপক সরকারের জন্মদিনে তাঁর মুখে পায়েস তুলে দেন তাঁর সহধর্মীনী শিক্ষিকা অঞ্জলি সরকার ও তাঁর সুযোগ্য কন্যা সঞ্চিতা সরকার ও সংহিতা সরকার। জন্মদিন উপলক্ষে কেক কাটার সময় ভায়োলিন বাজিয়ে কেক কাটা হয়। বিশিষ্ট শিল্পী সুদেষ্ণা লাহা ভায়োলিন বাজায় । এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিবৃন্দরা সকলে অধ্যাপক সরকারের এই জন্মদিনে তাঁকে পুষ্পস্তবক এবং বিভিন্ন উপঢৌকানে আপ্লুত করে তোলেন অনুষ্ঠান। অধ্যাপক হিমাংশু কুমার সরকার তাঁর এই নতুন বইটি সম্পর্কে বলেন, ইতিহাসে বাঙালির অনেক উজ্জ্বল ঘটনার পাশে এই দু'টি দুরপনেয় বলয় পীড়া দেয় আমাদের সবাইকে। সিরাজদ্দৌল্লার ক্ষেত্রে ইংরেজদের ষড়যন্ত্রের বিষয় সামনে এনে আমরা পেতে চাই কিছু সান্ত্বনা। কিন্তু লক্ষ্মণসেনের পলায়ন কাহিনি নিয়ে প্রকৃত অর্থে হয়নি গবেষণামূলক অনুসন্ধান। তাই উদঘাটিত হয়নি প্রকৃত ঘটনা। অনুষ্ঠান শেষে বক্তব্য রাখেন ইতিহাস অনুসন্ধান পরিষদের সম্পাদক ড. নবকুমার দাস। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সঞ্জয় কর্মকার। সহযোগিতা করেন গৌরাঙ্গ শীল ও সূরজ দাশ।

বাংলাকে ধ্বংস করেছে সিপিএম ও তৃণমূল দু'দলই: নরেন্দ্র মোদি

বাবলু প্রামানিক ● বারুইপুর

আপনজন: মঙ্গলবার বারুইপুর সীতাকুণ্ডে সাগর সংঘের মাঠে জনসভায় বাংলায় লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে এসে তৃণমূলের সঙ্গে এবার সিপিআইএমকেও নিশানা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বারুইপুরে ভোট প্রচারে এসে প্রধানমন্ত্রীর কটাক্ষ, তৃণমূল এবং সিপিআইএম আলাদা দল, কিন্তু তাদের দোকানে একই জিনিস পাওয়া যায়।ভোট না দিয়ে তৃণমূলকে শাস্তি দিন' বললেন প্রধানমন্ত্রী। "তৃণমূল মা-কে ভয় দেখাচ্ছে, মাটির অপমান করছে। মহিলা বিধায়ককেও নিশানা করছে। ভোট না দিয়ে তৃণমূলকে শাস্তি দিন।" বললেন মোদি। তাঁর দাবি, সিএএ নিয়ে বিরোধিতা করা সত্ত্বেও মোদি ভয় পায়নি। কার্যকর করাও হয়েছে। এবার তৃণমূল সিএএ নিয়ে মিথ্যা ছড়াচ্ছে বলে উল্লেখ করেন মোদি। লোকসভা নির্বাচনের শেষ দফার ভোটের আগে এ দিন বারুইপুরে জনসভা করার পাশাপাশি উত্তর কলকাতায় রোড শো করার কথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির। এ দিন বারুইপুরের সভা থেকে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'একশো জনের মধ্যে নব্বই জনকে প্রশ্ন করুন, জবাব পাবেন মোদিই ক্ষমতায় ফিরছে। তাহলে মোদির ফেরা যখন নিশ্চিত, তখন অন্য কোথাও ভোট দিয়ে নিজের ভোট নষ্ট করবেন কেন?'এর পরেই তৃণমূলের সঙ্গে সিপিআইএমকেও একযোগে নিশানা করে নরেন্দ্র মোদি বলেন, 'সিপিএম তৃণমূল আলাদা দল,কিন্তু তাদের দোকান একই। দুটি দলই ইন্ডিয়া জোটে রয়েছে। তারা বাংলাকে ধ্বংস করেছে। দুই দলই তোষণের রাজনীতি করে এবং গণতন্ত্র বিরোধী। পঞ্চায়েত, বিধানসভা অথবা লোকসভা, বাংলায় যে কোনও নির্বাচনে খুন, রক্তপাত ছাড়া হয় না। এখানে গণতন্ত্র বাঁচাতে পাহারা দিতে হয়। বাংলার সঙ্গে সুশাসনের কোনও সম্পর্ক নেই, বাংলায় দূরবীণ দিয়ে সুশাসন খুঁজতে হয়।' নরেন্দ্র মোদির দাবি, সিপিআইএম আসলে তৃণমূলকেই সাহায্য করছে।ঘটনাচক্রে নির্বাচনী প্রচারে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও বার বার অভিযোগ করেছেন, বাংলায় সিপিআইএম এবং কংগ্রেস বিজেপিকেই সাহায্য করছে। এবার পাল্টা সেই অভিযোগ করলেন প্রধানমন্ত্রী। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের মতে, গত লোকসভা নির্বাচনে বামেদের ভোট বিজেপির ঝুলিতে যাওয়া বাংলায় বিজেপির আসন সংখ্যা এক ধাক্কায় অনেকটা বেড়ে গিয়েছিল। ফলে শেষ দফার নির্বাচনের আগে প্রধানমন্ত্রীর হঠাৎ সিপিআইএমকে আক্রমণ, নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। অন্যদিকে, আত্মবিশ্বাসী নরেন্দ্র মোদির দাবি তৃণমূল সহ ইন্ডিয়া জোট ধসে গিয়েছে।

রিমালের তাণ্ডবে মৃত্যুর মুখে গবাদি পশুরাও

হাসান লস্কর ● কুলতলি

আপনজন: সুন্দরবনের উপর বয়ে যাওয়া প্রাকৃতিক বিপর্যয় রেমাল তা আঁছড়ে পড়ার পর একদিকে যেমন মাটির বাড়ি লণ্ডভণ্ডহল, তেমনি নদী বাঁধের দফারফা। আর তেমনি গৃহপালিত পশুদের বেহাল অবস্থা,ঝড় জলের ফলে মৃত্যুমুখে তারাও।একাধিক ব্লক প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সম্মুখে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে সুন্দরবন বাসিরা তাদের পোষ্যদের কে একে একে নিয়ে আসছে । এই ঝড়ের তান্ডব যদি বেশি সময় ধরে চলতো তাহলে সুন্দরবন সংলগ্ন নদী বাঁধ টপকে গৃহস্থের বাড়িতে প্রবেশ করতো। অল্প সময়ের মধ্যেই তা শক্তি ক্ষয় হওয়ার পর এই মুহূর্তে তার প্রভাবে একাধিক উপসর্গ দেখাও দিচ্ছে। ব্লক প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের আধিকারিকের কথায় আপনার পোষ্যের দিকে নজর দিন। নজর না দিলে মারণ ব্যাধি তার প্রাণ কেড়ে নিতে পারে।

প্রথম নজর

নতুন মহামারি নিয়ে সতর্ক করলেন ব্রিটিশ বিজ্ঞানী

আপনজন ডেস্ক: আরো একটি মহামারির বিষয়ে সতর্ক করেছেন ব্রিটিশ সরকারের সাবেক বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা স্যার প্যাট্রিক ভ্যালেন্স। তিনি বলেছেন, দ্রুতই আরো একটি মহামারি ধেয়ে আসছে। এজন্য তিনি ব্রিটিশ সরকারকে তা মোকাবিলার জন্য আগাম প্রস্তুতি নিয়ে আহ্বান জানিয়েছেন। একই সঙ্গে সতর্ক করে তিনি বলেছেন, এটি মোকাবিলায় আমাদের এখনও কোনো প্রস্তুতি নেই।

পাউইসে 'হে উৎসবে' অংশ নিয়ে বক্তৃতাকালে ভ্যালেন্স বলেন, 'আমাদের একটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এটি খুবই ভালো, কারণ এর মধ্য দিয়ে সমস্যাকে দ্রুতই সমাধান করা সম্ভব। তবে এ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে নির্বাচিত নতুন সরকারকে নতুন এক পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রস্তুতি নিতে হবে'।

করোনা মহামারি মোকাবিলায় জি-৭ দেশগুলোর নেতাদের ভূমিকা তুলে ধরে তিনি বলেন, সবাই এক হয়ে কাজ করায় দ্রুতই করোনা মহামারি মোকাবিলা সম্ভব হয়েছে। এজন্য নতুন মহামারি মোকাবিলায় এসব দেশের আরো অধিক সচেতন হতে হবে।

তবে কী ধরনের মহামারি আসতে পারে সে সম্পর্কে তিনি কিছু স্পষ্ট করেননি।

তিনি বলেন, মহামারির কোনো সুনির্দিষ্ট চিহ্ন না থাকলে আমাদের প্রস্তুতি রাখতে হবে।

'সোশ্যাল মিডিয়ার মালিকরাই সবচেয়ে বড় স্বৈরাচার'

আপনজন ডেস্ক: 'টেক ব্রোস' বা প্রযুক্তির মালিকরা বিশেষ করে সোশ্যাল মিডিয়া জায়ান্টরা যেমন মার্ক জাকারবার্গ ও ইলন মাস্ক সবচেয়ে বড় স্বৈরাচার। শান্তিতে নোবেল জয়ী মারিয়া রেসা এই মন্তব্য করেছেন। মারিয়া রেসা ২০২১ সালে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়ে কাজ করার জন্য শান্তিতে নোবেল জিতেছিলেন।

মার্কিন-ফিলিপিনো এই সাংবাদিক ফিলিপাইনের সাবেক স্বৈরশাসক রদ্রিগো দুতার্তের আমলে দায়ের করা অভিযোগের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য বেশ কয়েক বছর লড়াই করেছেন। তারপরও মারিয়া রেসার মতে, মার্ক জাকারবার্গ ও ইলন মাস্কের সাথে তুলনা করলে 'দুতার্তে খুব ছোট স্বৈরশাসক'।

পাউইসে হেই সাহিত্য উৎসবে বক্তৃতা দিতে গিয়ে রেসা বলেন, জাকারবার্গ এবং মাস্ক প্রমাণ করেছেন যে আমরা সকলেই, সংস্কৃতি, ভাষা বা ভূগোল নির্বিশেষে, আমাদের মধ্যে পার্থক্যের চেয়ে অনেক বেশি মিল রয়েছে, কারণ আমাদের সকলকে একইভাবে পরিচালনা করা হচ্ছে। রেসার মতে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম আমাদের অনুভূতির বাঁক বদলে দিতে পারে। আর এটা আমাদের দেখা ও কাজের ধরনও বদলে দেয়।

রেসা বলেন, অনলাইন পরিচয় রাজনীতি সম্পর্কে কথোপকথন সারা বিশ্বে মেরুকরণের অনুরূপ উদাহরণ সৃষ্টি করেছে। এই বিতর্কগুলোকে আমরা আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা বলে মনে করি, কিন্তু সেগুলো তা নয়, বরং সেগুলোরও সীমাবদ্ধতা আছে।

রেসা আরো বলেন, ফিলিপাইনে ধনী বনাম দরিদ্র ছিল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতিগত সমস্যা 'ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার', রাশিয়ার উভয় পক্ষের উপর বোমাবর্ষণের প্রোপাগান্ডা – লক্ষ্য ছিল এগুলো মানুষকে বিশ্বাস করানো এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য উন্মুক্ত বিস্ফোরণ।

এসময় সন্তানদের পর্যাপ্ত বয়স (বোঝা শোনায় স্বতন্ত্রতা লাভ না করলে) না হওয়া পর্যন্ত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করা থেকে বিরত রাখার পরামর্শও দিয়েছেন মারিয়া রেসা। তার মতে এটা আসক্তিকর।

নির্বাচিত হলে ফিলিস্তিনপন্থী শিক্ষার্থীদের আমেরিকা থেকে বের করে দেব: ট্রাম্প

আপনজন ডেস্ক: নভেম্বরের নির্বাচনে পুনরায় নির্বাচিত হলে ফিলিস্তিনপন্থী বিক্ষোভকারী শিক্ষার্থীদের যুক্তরাষ্ট্র থেকে বের করে দেবেন বলে মন্তব্য করেছেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

১৪ মে নির্বাচনী প্রচারে অনুদান দাতাদের নিয়ে নিউ ইয়র্কে গোলটেবিলে বসেছিলেন ট্রাম্প। ওই বৈঠকে তিনি ফিলিস্তিনপন্থি বিক্ষোভ দমনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সোমবার ওয়াশিংটন পোস্ট এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে।

ট্রাম্প বলেছেন, 'আমি একটা কাজ করব, যেকোনো শিক্ষার্থী প্রতিবাদ করলে আমি তাদের দেশ থেকে বের করে দেব। আপনারা জানেন, বিদেশি ছাত্র অনেক আছে। তারা এটি শোনার সাথে সাথেই আচরণ বদলে ফেলবে।'

বৈঠকে একজন দাতা অভিযোগ করেন, ক্যাম্পাসে আন্দোলনকারী অনেক ছাত্র ও অধ্যাপক একদিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতার পদে অধিষ্ঠিত হতে পারে।

জবাবে ট্রাম্প বলেন, আপনারা যদি আমাকে নির্বাচিত করেন, এবং আপনার সত্যিই এটি করা উচিত, যদি আপনারা আমাকে পুনরায় নির্বাচিত করেন, আমরা সেই আন্দোলনকে ২৫ বা ৩০ বছর পিছিয়ে দেব।

প্রসঙ্গত, গাজায় হামলা বন্ধ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্নের দাবিতে গত মাসে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ শুরু হয়। নিউইয়র্কের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস থেকে শুরু হওয়া ফিলিস্তিনপন্থী বিক্ষোভ এখন ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া ও এশিয়াসহ বিশ্বের অন্যান্য অংশের ক্যাম্পাস এবং একাডেমিক প্রতিষ্ঠানেও ছড়িয়ে পড়েছে। বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিক্ষোভকারী শিক্ষার্থীরা তাবু গেড়ে অবস্থানও নেয়।

পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির দ্বারপ্রান্তে ইরান: আইএইএ

আপনজন ডেস্ক: পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছে ইরান। জাতিসংঘের পারমাণবিক শক্তি নজরদারি সংস্থা আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থার (আইএইএ) প্রকাশিত দুটি পৃথক নথিতে এমন তথ্য উঠে এসেছে। জাতিসংঘের পারমাণবিক শক্তি নজরদারি সংস্থা আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইরানের কাছে যে পরিমাণ সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম আছে, তা ২০১৫ সালে বেঁধে দেওয়া পরিমাণের চেয়ে অন্তত ৩০ গুণ বেশি। আইএইএর প্রতিবেদনের বরাত দিয়ে ইরানি সংবাদমাধ্যম ইরান ইন্টারন্যাশনাল জানিয়েছে, ইরানের কাছে বর্তমানে ১৪২ দশমিক ১ কেজি ৬০ শতাংশ পর্যন্ত সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম আছে, যা গত ফেব্রুয়ারিতে থাকা পরিমাণের চেয়ে ২০ কেজি বেশি। স্ট্রাইকারের মতে, এখন তাদের (ইরানের) কাছে যে পরিমাণ ৬০ শতাংশ সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম আছে, যা দিয়ে প্রায় চারটি পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করা সম্ভব। কোনো দেশ চাইলে এই মাত্রায় সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম সরাসরি পারমাণবিক অস্ত্রের জন্য ব্যবহার করতে পারে। এর বাইরেও সম্ভবত সব মিলিয়ে ইরানের কাছে সামগ্রিকভাবে ১৩টিরও বেশি অস্ত্র তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় যথেষ্ট পরিমাণ ইউরেনিয়াম মজুত আছে এবং তাঁরা প্রায় পাঁচ মাসের মধ্যে এটিকে পরিপূর্ণ ওয়েপন-গ্রেড ইউরেনিয়ামে উন্নীত করতে পারবে। পাঁচ মাসে সম্ভব না হলে বড়জোর ছয় মাস সময় লাগবে বলে মনে করেন স্ট্রাইকার। তিনি বলেন, এরপর তাদের অন্তত ছয় মাস লাগবে সেই জ্বালানিকে একটি পারমাণবিক বোমায় তৈরি করতে এবং তারপর আরও দীর্ঘ সময়– সম্ভবত এক বছরেরও বেশি সময় লাগবে এটিকে একটি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রে স্থাপনে সক্ষম হতে। এই গবেষকের মতে, মূলত একবার ইউরেনিয়াম পরিশোধনের ২০ শতাংশ স্তরে পৌঁছানো মানে প্রযুক্তিগত স্তরে বেশির ভাগ কাজ সম্পন্ন করে ফেলা এবং তারপর পরমাণু অস্ত্র তৈরি কেবল কয়েক দিনের ব্যাপার।

ফিলিস্তিনকে স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দিয়েছে যেসব দেশ

আপনজন ডেস্ক: অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় গত ৭ অক্টোবর থেকে শুরু করা ইসরায়েলের যুদ্ধ ফিলিস্তিনিদের জন্য নিজস্ব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বৈশ্বিক দাবিকে পুনরুজ্জীবিত করে তুলেছে।

মঙ্গলবার ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেওয়া সর্বশেষ দেশের তালিকায় যুক্ত হয়েছে নরওয়ে, স্পেন এবং আয়ারল্যান্ড।

ইউরোপের তিন দেশের এই সিদ্ধান্ত পশ্চিমা শক্তিগুলোর 'ফিলিস্তিনিরা কেবল ইসরায়েলের সাথে শান্তি আলোচনার অংশ হিসাবে রাষ্ট্রত্ব পেতে পারে' বলে দীর্ঘদিনের যে দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে তা ভেঙে দিয়েছে। আর এই পদক্ষেপ ক্ষীপ্ত করেছে 'দখলদার দেশ' খ্যাত ইসরায়েলকে।

বর্তমানে জাতিসংঘের ১৯৩টি সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেওয়া দেশের সংখ্যা ১৪৫টিতে দাঁড়িয়েছে। আর এসব দেশের মধ্যে মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকান এবং এশিয়ান দেশও রয়েছে। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং পশ্চিম ইউরোপের বেশিরভাগ অংশ, অস্ট্রেলিয়া, জাপান কিংবা দক্ষিণ কোরিয়া এখনও ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেয়নি।

এর আগে, গত এপ্রিলে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে ফিলিস্তিনকে জাতিসংঘের পূর্ণাঙ্গ সদস্য রাষ্ট্র ঘোষণার এক পদক্ষেপে ভেটো দেয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র ঘোষণার ইতিবৃত্ত...

• ১৯৮৮ সাল: রাষ্ট্রের ঘোষণা দেন ইয়াসির আরাফাত

১৯৮৮ সালের ১৫ নভেম্বর প্রথম ফিলিস্তিনি ইন্তিফাদা বা গণঅভ্যুত্থানের সময় ফিলিস্তিনের নেতা ইয়াসির আরাফাত জেরুজালেমকে রাজধানী করে একটি স্বাধীন ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের ঘোষণা দেন।

আলজিয়ার্সে নির্বাসিত ফিলিস্তিনি জাতীয় পরিষদের এক বৈঠকে এই ঘোষণা দেন তিনি। ওই বৈঠকে স্বাধীন ইসরায়েলি ও ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র পাশাপাশি বিদ্যমান থাকবে বলে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। একই সঙ্গে সেই ঘোষণার লক্ষ্য হিসাবে দ্বি-রাষ্ট্রীয় সমাধানকে মেনে নেন পরিষদের নেতারা।

ফিলিস্তিনি জাতীয় পরিষদের ঘোষণার কয়েক মিনিটের মধ্যে বিশ্বে প্রথম দেশ হিসেবে ফিলিস্তিনকে স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেয় আলজেরিয়া। এর কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আরব বিশ্বের বেশিরভাগ দেশ, ভারত, তুরস্ক, আফ্রিকার সংখ্যাগরিষ্ঠ ও বেশ কয়েকটি মধ্য এবং পূর্ব ইউরোপীয় দেশসহ আরও কয়েক ডজন দেশ ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেয়।

এরপর ২০১০ সালের শেষের এবং ২০১১ সালের শুরুর দিকে মধ্যপ্রাচ্য শান্তি প্রক্রিয়া ঘিরে শুরু হওয়া সংকটের সময় আরও অনেক দেশ একের পর এক ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেয়। আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল এবং চিলিসহ দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশ ফিলিস্তিনিদের রাষ্ট্রের দাবির প্রতি সমর্থনের আহ্বানে সাড়া দেয়। সে সময় অধিকৃত পশ্চিম তীরে ইহুদি বসতি স্থাপনের ওপর অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার অবসান ঘটাতে ইসরায়েলের নেয়া পদক্ষেপের প্রতিক্রিয়ায় এসব দেশের স্বীকৃতি আসে।

• ২০১১-২০১২: জাতিসংঘের স্বীকৃতি

২০১১ সালে শান্তি আলোচনা স্থগিত হওয়ার সাথে সাথে ফিলিস্তিনিরা ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের জন্য জাতিসংঘের পূর্ণ সদস্য পদ পাওয়ার প্রচেষ্টা পুরোদমে শুরু করে। কিন্তু ওই সময় তাদের সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। তবে ওই বছরের ৩১ অক্টোবর যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে জাতিসংঘের শিক্ষা ও সংস্কৃতিবিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কো ফিলিস্তিনিদের পূর্ণ সদস্য হিসাবে গ্রহণ করার পক্ষে ভোট দেয়।

এর প্রতিক্রিয়ায় ইসরায়েল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘের এই সংস্থায় অর্থায়ন স্থগিত করে। শুধু তাই নয়, ২০১৮ সালে ইউনেস্কো থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে নেয় ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্র। পরে গত বছর পুনরায় ইউনেস্কে যোগ দেয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

২০১২ সালের নভেম্বরে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ভোটাভুটিতে ফিলিস্তিনকে 'অ-সদস্য পর্যবেক্ষক রাষ্ট্রের' মর্যাদা দেওয়া হয়। এরপর নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সদরদপ্তরে প্রথমবারের মতো ফিলিস্তিনি পতাকা উত্তোলন করা হয়।

এর তিন বছর পর আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতও (আইসিসি) ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্রপক্ষ হিসেবে মেনে নেয়।

• ২০১৪: পশ্চিম ইউরোপের প্রথম দেশ সুইডেনের স্বীকৃতি

পশ্চিম ইউরোপের দেশ সুইডেনে বিপুলসংখ্যক ফিলিস্তিনির বসবাস রয়েছে। ২০১৪ সালে ইইউর সদস্য এবং পশ্চিম ইউরোপের প্রথম দেশ হিসেবে ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেয় সুইডেন। ইসরায়েল-অধিকৃত পূর্ব জেরুজালেমে কয়েক মাস ধরে চলা সংঘর্ষের জেরে সেই সময় এই পদক্ষেপ নেয় দেশটি।

এর আগে ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেয় ইউরোপীয় ছয় দেশ– বুলগেরিয়া, সাইপ্রাস, চেক প্রজাতন্ত্র, হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড এবং রোমানিয়া।

সেই সময় স্টকহোমের পদক্ষেপে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানায় ইসরায়েল। ইসরায়েলের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আভিগদোর লিবারম্যান সুইডিশদের বলেছিলেন, মধ্যপ্রাচ্যের সম্পর্ক আইকিয়ার আসবাবপত্রের চেয়েও অনেক বেশি জটিল।

• ২০২৪: ইউরোপে নতুন উদ্যোগ

গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলের দক্ষিণাঞ্চলে ঢুকে হামলা চালায় গাজার ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠী হামাসের শত শত যোদ্ধা। ওই দিন ইসরায়েলে এক হাজার ১৭০ জনের বেশি মানুষকে হত্যা করে হামাসের সদস্যরা। একই সঙ্গে আরো ২৫২ জনকে ধরে নিয়ে গাজায় জিম্মি করে রাখে হামাস; যাদের মধ্যে এখনও ১২১ জন গাজায় জিম্মি অবস্থায় রয়েছেন। ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী বলেছে, হামাসের হাতে বন্দি জিম্মিদের মধ্যে অন্তত ৩৭ জন মারা গেছেন।

পরে ওই দিনই গাজা উপত্যকায় ব্যাপক যুদ্ধ শুরু করে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী। হামাস নিয়ন্ত্রিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বলেছে, সাত মাসের বেশি সময় ধরে চলা ইসরায়েলের যুদ্ধে গাজা উপত্যকায় ৩৬ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনির প্রাণহানি ঘটেছে।

গাজায় নির্বিচারে ইসরায়েলি হামলা ও বেসামরিক লোকজনের মৃত্যু ইউরোপে ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের প্রতি সমর্থন বৃদ্ধি করেছে। কয়েক মাসের সতর্কতার পর মঙ্গলবার নরওয়ে, স্পেন এবং আয়ারল্যান্ড ফিলিস্তিনকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। স্পেনের প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো স্যানচেজ এই পদক্ষেপকে 'ঐতিহাসিক সুবিচার' বলে অভিহিত করেছেন।

মাল্টা এবং স্লোভেনিয়াও সঠিক পরিস্থিতিতে ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে বলে জানিয়েছে।

অস্ট্রেলিয়াও ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেওয়ার সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে। আর ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁও বলেছেন, ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতির বিষয়টি আর 'ফ্রান্সের জন্য নিষিদ্ধ' নয়। বরং অবশ্যই এটা 'সঠিক মুহূর্তে' করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের প্রসিকিউটরকে হুমকি দিয়েছিলেন মোসাদ প্রধান

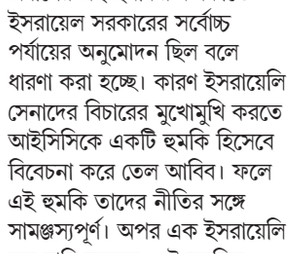

আপনজন ডেস্ক: আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের (আইসিসি) প্রধান প্রসিকিউটর ফাতৌ বেনসুদাকে হুমকি দিয়েছিলেন ইসরায়েলের বৈদেশিক গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের সাবেক প্রধান ইয়োসি কোহেন। ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে ইসরায়েলি কর্মকাণ্ডে একটি যুদ্ধাপরাধের অভিযোগের তদন্ত না করতে এই চাপ দেন তিনি।

বিশেষ সূত্রের বরাতে সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ানের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বেশ কয়েক বছর ধরে একাধিক গোপন বৈঠকে কোহেন এই হুমকি দিয়েছিলেন। এসব হুমকির কারণে ২০২১ সালে গাজা, পশ্চিম তীর ও পূর্ব জেরুজালেমে যুদ্ধাপরাধের তদন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে শুরুর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বেনসুদা। এই তদন্ত গত সপ্তাহে শেষ হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। কারণ আইসিসির প্রসিকিউটর করিম খান ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্ট এবং তিন হামাস নেতার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির আবেদন করেছেন। সাবেক মোসাদ প্রধানের এই হুমকির কর্মকাণ্ডে ইসরায়েল সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ের অনুমোদন ছিল বলে ধারণা করা হচ্ছে। কারণ ইসরায়েলি সেনাদের বিচারের মুখোমুখি করতে আইসিসিকে একটি হুমকি হিসেবে বিবেচনা করে তেল আবিব। ফলে এই হুমকি তাদের নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অপর এক ইসরায়েলি সূত্র দাবি করেছে, এই হুমকির উদ্দেশ্য ছিল বেনসুদাকে তদন্ত না করতে রাজি করানো অথবা তার সহযোগিতা লাভ করা। চারটি সূত্র নিশ্চিত করেছে, কোহেনের ক্রমাগত এবং হুমকিমূলক আচরণ সম্পর্কে আইসিসির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের অবহিত করেছেন বেনসুদা। অভিযোগ রয়েছে, কোহেন বেনসুদাকে বলেছেন, 'আপনার উচিত আমাদের সহযোগিতা করা। এমন কিছুতে আপনার জড়ানো উচিত হবে না যার ফলে আপনার বা আপনার পরিবারের নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়ে।' একটি সূত্র কোহেনের এই কৌশলকে 'ঘৃণামূলক' হিসেবে বর্ণনা করেছে। মোসাদ কর্মকর্তার কৌশলের মধ্যে ছিল, বেনসুদার বদনাম করার জন্য তার পরিবার সম্পর্কে গোপনে পাওয়া তথ্য ব্যবহারের হুমকি। এই হুমকির ঘটনা সামনে আসার পর আন্তর্জাতিক আইন বিশেষজ্ঞদের মধ্যে ব্যাপক উদ্বেগ দেখা দিয়েছে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.২১মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.২০ মি.

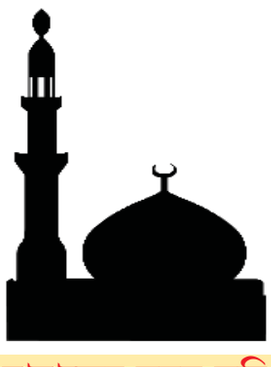

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.২১	৪.৫১
যোহর	১১.৩৮	
আসর	৪.১১	
মাগরিব	৬.২০	
এশা	৭.৪০	
তাহাজ্জুদ	১০.৫১	

ফিলিস্তিনকে স্বাধীন রাষ্ট্র ঘোষণা তিন দেশের

আপনজন ডেস্ক: অবশেষে ফিলিস্তিনকে স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দিয়েছে ইউরোপের তিনটি দেশ। ঐ দেশ তিনটি হলো- স্পেন, নরওয়ে ও আয়ারল্যান্ড।

মঙ্গলবার (২৮ মে) দেশ তিনটি এ স্বীকৃতি দিল। ফিলিস্তিনকে স্বাধীন রাষ্ট্র স্বীকৃতি ঘোষণা করে স্পেনের প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজ বলেছেন, স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাই মধ্যপ্রাচ্যে শান্তির একমাত্র পথ। তার দেশসহ নরওয়ে ও আয়ারল্যান্ডও ফিলিস্তিনকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়েছে।

শতাধিক সাংবাদিক হত্যায় এবার ইসরায়েলের বিরুদ্ধে মামলা

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় দখলদার ইসরায়েলি বাহিনীর চলমান অভিযানে গত সাত মাসে শতাধিক সাংবাদিক নিহতের ঘটনায় ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনীকে (আইডিএফ) দায়ী করে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে (আইসিসি) মামলা করেছে সাংবাদিকদের আন্তর্জাতিক সংস্থা রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার্স (আরএসএফ)। সোমবার (২৭ মে) নেদারল্যান্ডসের হেগ শহরে অবস্থিত আইসিসিতে করা মামলাটির অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে, 'গাজায় যুদ্ধে এ পর্যন্ত ১০০ জনেরও বেশি সাংবাদিক নিহত হয়েছেন। তারা প্রায় সবাই নিজ নিজ পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে নিহত হয়েছেন এবং আমাদের সবার এমন একটি ধারণা পোষণ করার মতো যথেষ্ট যৌক্তিক ভিত্তি রয়েছে যে এসব ঘটনা নিছক দুর্ঘটনা নয়, বরং অনেক সাংবাদিককে ইচ্ছাকৃতভাবে লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছিল।'

আরএসএফের সহকারী পরিচালক অ্যান্টোনিও বার্নার্ড এএফপিকে বলেন, 'জনগণের সঠিক তথ্য পাওয়ার অধিকার রয়েছে এবং সংঘাত-সংঘর্ষের সময় এই অধিকার জরুরি হয়ে ওঠে। তাই সাংবাদিক হত্যা কেবল সাধারণ কোনো হত্যাকাণ্ড নয়, এটি জনগণের তথ্য লাভের অধিকারের ওপর আঘাত হানা।' সাংবাদিকদের অপর আন্তর্জাতিক সংস্থা নিউইয়র্কভিত্তিক কমিটি টু প্রোটেক্ট জার্নালিস্টের তথ্য অনুসারে, গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলি বাহিনীর অভিযান শুরুর পর থেকে এ পর্যন্ত গাজায় মোট ১০৭ জন সাংবাদিক নিহত হয়েছেন।

ফিলিপাইনে শক্তিশালী ঝড়ের তাণ্ডব, নিহত ৭

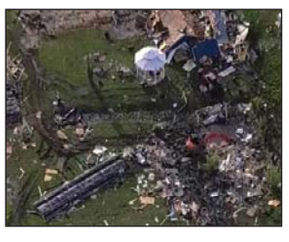

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ ফিলিপাইনে আঘাত হানা শক্তিশালী গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঝড় ইউয়েনার এর তাণ্ডবে অন্তত সাত জন নিহত হয়েছে বলে জানিয়েছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ। মঙ্গলবার (২৮ মে) দেশটির প্রেসিডেন্ট ফার্দিনান্দ মার্কোস জুনিয়র জানিয়েছেন, সেখানে এখনও তল্লাশি ও উদ্ধার অভিযান চলছে। ইউয়েনার এর প্রভাবে রাজধানী ম্যানিলার দক্ষিণ দিকের রাজ্যগুলোতে ঝড়ো হওয়া বয়ে গেছে এবং ভারি বৃষ্টি হয়েছে। ঝড়ের কারণে কয়েকটি বিমানবন্দর ও সমুদ্রবন্দরের কার্যক্রম সাময়িকভাবে বন্ধ করে দিতে হয়েছে। বিদ্যুৎ সরবরাহেও বিঘ্ন ঘটেছে।

ঝড়টি মঙ্গলবার প্রতিবেশী দেশ জাপানের পূর্ব উপকূলের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এ সময়ে সেটির বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টা ১৩০ কিলোমিটার থাকলেও কখনো কখনো তা ঘণ্টায় ১৬০ কিলোমিটার পর্যন্ত উঠে যাচ্ছে। জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংস্থার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মিসামিস ওরিয়েন্টাল প্রদেশে ঝড়ের সময় একটি গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় সেটির উপর গাছ ভেঙে পড়ে ১৪ বছরের এক কিশোরী নিহত হয়েছে। গাড়িতে থাকা আরেক শিক্ষার্থী আহত হয়েছে। রাজধানীর উত্তরের কুইজোন প্রদেশে ছয় জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। তাদের মধ্যে দুই জন পুরুষ পানিতে ডুবে এবং একজন পুরুষ উপড়ে পড়া গাছের নিচে চাপা পড়ে মারা গেছেন বলে জানিয়েছে পুলিশ।

পাকিস্তানে পৃথক বন্দুকযুদ্ধে ৭ সেনাসহ নিহত ৩০

আপনজন ডেস্ক: পাকিস্তানের আফগানিস্তান সীমান্তে নিরাপত্তা বাহিনীর একাধিক অভিযানে বন্দুকযুদ্ধে সাত সেনা ও ২৩ জঙ্গি নিহত হয়েছে। সোমবার (২৭ মে) পাকিস্তানের সেনাবাহিনী এ কথা জানিয়েছে। পাকিস্তানি তালেবানের ঘাঁটি বলে পরিচিত উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে গত ২৬ ও ২৭ মে এসব অভিযান পরিচালনা করা হয়। সংবাদমাধ্যম ডনের তথ্যানুযায়ী, গত ২৬ মে পেশোয়ার জেলার হাসানখেল এলাকায় গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে নিরাপত্তা বাহিনী প্রথম অভিযান চালায়। সেখানে ছয় সন্ত্রাসী নিহত হয়। তবে অভিযানে ক্যাপ্টেন হুসাইন জাহাঙ্গীর ও হাবিলদার শফিকুল্লাহ নামের দুই সেনার মৃত্যু হয়। অভিযানে আরো ছয় সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার করা হয় এবং একাধিক গোপন আস্তানা ধ্বংস করা হয়।

২৭ মে কেপির ট্যাঙ্ক জেলায় পরিচালিত আরেকটি অভিযানে সেনারা আরো ১০ সন্ত্রাসীকে হত্যা করে। আইএসপিআরের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, তৃতীয় অভিযানটি খাইবার জেলার বাগ এলাকায় চালানো হয়। সেখানে নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে সাত সন্ত্রাসী নিহত হয়। আর পাঁচ সেনা নিহত হয়। এছাড়া এ ঘটনায় দুই সেনা আহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

অভিযানের বিষয়ে বিস্তারিত কোনো তথ্য জানায়নি সেনাবাহিনী। তবে অতীতে পাকিস্তানি তালেবান জঙ্গিদের বিরুদ্ধে অঞ্চলটিতে অভিযান চালিয়েছে নিরাপত্তাবাহিনী।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ১৪৫ সংখ্যা, ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১, ২০ যিলকদ, ১৪৪৫ হিজরি

সমস্যা

একজন দার্শনিক-কবি লিখিয়াছেন–'মানুষ নেশা করিবেই, তবে নেশাটা যেন চমত্কার হয়।' নেশা শব্দটির অনেক ভিন্ন প্রয়োগও রহিয়াছে। ইহাকে অনেক ক্ষেত্রে প্যাশন হিসাবেও দেখা হয়। যেমন বলা হয়, অমুকের অমুক কাজের নেশা। তমুকের বই পড়া নেশা। ইহার বাহিরে অনেক রকম নেশার কথাই আমরা বলিতে পারি। এমনকি যাহারা ভাত না খাইয়া থাকিতে পারেন না, তাহাদের ক্ষেত্রে ভাত খাওয়াটাকেও কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ নেশা বলিয়া মনে করেন। সম্প্রতি একটি আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদে বলা হইয়াছে, এশিয়ার মানুষ, বিশেষ করিয়া তরুণ প্রজন্ম বুঁদ হইয়া রহিয়াছে আধুনিক প্রযুক্তির বিভিন্ন গ্যাজেটের মধ্যে। তাহারা ভিডিও গেম কিংবা ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, টিকটক, টুইটারের (বর্তমানে 'এক্স' হ্যান্ডেল) সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বুঁদ হইয়া থাকে। সেইখানে তাহারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় পার করেন। বলা যায়, একেবারেই বেকার সময় পার করেন। সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় সকলেই এই মাধ্যমের ঘুঁটি। একবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ঢুকিলে তাহাদের কোনো সময়জ্ঞান থাকে না। তাহারা ঐ মাধ্যমের ওয়াচটাইম বাড়াইতেছে এবং মাধ্যমটির টাইকুনদের অর্থ ইনকামের ঘুঁটিতে পরিণত হইতেছে। অথচ নিজের মূল্যবান সময় নষ্ট করিবার বিনিময়ে তাহারা বেকার অবস্থা হইতে উত্তরণের নূতন কোনো প্রচেষ্টায় কোয়ালিটি টাইম দিতে পারিতেছে না। উন্নত বিশ্বে আমরা দেখিতে পাই যে, মেট্রো, বাসে, ট্রেনে সকল প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা একটু ফ্রি সময় পাইলেও বই পড়িতেছে। অন্যদিকে আমরা একটু সুযোগ পাইলেই মোবাইল স্ক্রিনে চোখ রাখিতেছি। কে কী কমেন্ট করিল, কে কী রি-অ্যাক্ট করিল–বলা যায় আজাইর্যা তর্কে আমরা আন্তর্জালে হাতি-ঘোড়া মারিতেছি। আর বাপের কিংবা অভিভাবকের ঘাড়ে বসিয়া বেকার হইয়া বসিয়া রহিয়াছি।

সম্প্রতি দেশে বেকারের সংখ্যা বাড়িতেছে বলিয়া জানাইয়াছে সরকার। ভারত পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) জানাইয়াছে, ২০২৩ সালের শেষ তিন মাসের তুলনায় চলতি ২০২৪ সালের প্রথম তিন মাসে ভারতের বেকারত্বের হার বাড়িয়াছে ৩.৫১ শতাংশ। দেশে এখন কর্মহীন লোকের সংখ্যা ২৫ লাখ ৯০ হাজার। তবে অনেকের মতে, এই সংখ্যা আরো অনেক বেশি। যদিও আমরা যেই নিয়ম অনুযায়ী বেকারত্বের হিসাব করি, তাহা অনেকের মতে শুভংকরের ফাঁকি। পক্ষান্তরে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা বা আইএলও পদ্ধতিতে গত এক মাসে যিনি দুই-এক ঘণ্টার জন্য কর্মে ছিলেন তিনিও কর্মী, বেকার নহেন। অনেকে মনে করেন, এই ফর্মুলায় শুধু ভারত কেন, সারা পৃথিবীতে একমাত্র দণ্ডায়মান মূর্তি ছাড়া আর কোনো বেকার খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। অথচ যুক্তরাষ্ট্রে বেকার তাহাকেই বলে, যিনি কমপক্ষে চার সপ্তাহ ধরিয়া কর্মসন্ধানে লিপ্ত রহিয়াছেন।

দেশে কেন বাড়িতেছে বেকারের সংখ্যা–এমন প্রশ্নের জবাবে অনেকেই অনেক কথা বলিয়া থাকেন। কিন্তু ইহাও মনে রাখিতে হইবে, নিজে চেষ্টা না করিলে স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা কাউকে সহযোগিতা করেন না। দেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা এত বেশি, অথচ তাহারা কখনো ঝুঁকি লইবেন না, ইনোভেটিভ হইবেন না; তাহারা কেবল চাকুরি, বিশেষ করিয়া সরকারি চাকুরির কাঙাল হইবেন আর বুঁদ হইয়া থাকিবেন বিভিন্ন গ্যাজেটের স্ক্রিনে। অথচ চলতি বত্সরের ২ এপ্রিল প্রকাশিত বিশ্বব্যাংকের সর্বশেষ ম্যাক্রো পোভার্টি আউটলুক ফর ভারত প্রতিবেদনে আশঙ্কা করা হইয়াছে, ২০২২-২৩ হইতে ২০২৩-২৪ অর্থবত্সরের মধ্যে প্রায় ৫ লক্ষ ভারতি নূতন করিয়া চরম দারিদ্র্যসীমায় পড়িবে। সুতরাং আমাদের কর্মক্ষম নূতন প্রজন্ম নূতন করিয়া ভাবিতে হইবে। নিজেদের উদ্যোগে কর্মসংস্থান সৃষ্টির দিকে তরুণ ও শিক্ষিত যুবকেরা যাহাতে আগ্রহী হয়, সেই সুযোগ ও পরিবেশ তৈরি করিতে হইবে। উদ্যোক্তা তৈরিতে প্রয়োজন হয় ব্যাংক ঋণের। সেই খাতটিও স্বচ্ছ হইতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে, বেকারত্বের পার্শ্বরোগ হিসাবে মাদক, সন্ত্রাস, নারী নির্যাতন, সামাজিক বিকৃতি, ধর্ষণ, খুন, আত্মহত্যা, চেলাবৃত্তি, চাঁদাবাজি, পর্নোগ্রাফি ও মাস্তানিগিরির রমরমা অবস্থা তৈরি হয়, যাহা আমাদের সমাজের জন্য কখনো মঙ্গল বহিয়া আনে না।

• • • • • • • • • • • •

মোদিবিরোধী হাওয়া, কিন্তু তিনি হারবেন কি

ভারতে লোকসভা নির্বাচন শুরুর আগে অনেকেই মনে করেছিলেন, নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে বিজেপি এবার খুব সহজেই জয়ী হবে। কিন্তু নির্বাচন শুরুর পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মোদিবিরোধী হাওয়া দৃশ্যমান হয়েছে। এটা বাস্তবে কতটা প্রতিফলিত হবে? মোদি কি সত্যিই হেরে যাবেন? এই লেখায় সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজেছেন **শুভজিৎ বাগচী**

এটা এমন এক প্রশ্ন, যেটা ভারতে এই মুহূর্তে প্রায় সবাই করছেন নিজের মতো করে। মোদিবিরোধী একটা হাওয়া অবশ্যই রয়েছে; কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে তিনি হারবেন কি? ভারতে এবার প্রায় ১০০ কোটি ভোটার।

নির্বাচনের ফল বের হওয়ার আগে এ নিয়ে নির্দিষ্টভাবে আন্দাজ করা কঠিন, বিশেষ করে নানা সমীক্ষার মাধ্যমে। কারণ, কোনো সমীক্ষা মোট ভোটারের ধারেকাছে যেতে পারবে না। ফলে ফল নিয়ে কোনো ভবিষ্যদ্বাণী না করেও দুটি নির্দিষ্ট ধারার দিকে আলোকপাত করা যায়।

বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী ১৪ শতকের ধর্মীয় গুরু রামানন্দ স্বামী পূর্ব ভারতে ব্রাহ্মণ্যবাদবিরোধী গরিব এবং নিম্নবর্ণের মানুষের জন্য এক সামাজিক আন্দোলন করেছিলেন চতুর্দশ শতাব্দীতে। আন্দোলনের নাম ছিল রামানন্দী। পূর্ব ভারতে তার প্রবল বিস্তার। গত সপ্তাহে আলাপ হলো জদ্দু চৌধুরী নামের এক ট্যাক্সিচালকের সঙ্গে, যিনি ছোটবেলায় বিহারে দীক্ষা নিয়ে রামানন্দী মত অবলম্বন করেছেন। কিন্তু ৩০ বছরের বেশি সময় ট্যাক্সি চালাচ্ছেন কলকাতায়।

তিনি রাতের ট্যাক্সিতে হিন্দু দেবতা হনুমানের বন্দনায় লেখা 'হনুমান চালিশা' হিন্দিতে গাইতে গাইতে আসছিলেন। নির্বাচনের ফল কী হবে, তা নিয়ে প্রথমে মন্তব্য করতে না চাইলেও পরে তিনি বললেন, নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদিই জিতবেন। 'উনি অনেক ভুল করেছেন, তা আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু কাজ করতে গেলে তো ভুল হবেই। আর এটাও ভেবে দেখতে হবে যে সারা পৃথিবী এখন তাঁকে সম্মান করে। তার মানে ভারতকেই সম্মান করে'–বক্তব্য জদ্দু চৌধুরীর।

আরও একটি বিষয় নির্দিষ্টভাবে বললেন ওই ট্যাক্সিচালক, 'ওনার বিপক্ষে যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের মধ্যে কি ওনার মতো শক্তিশালী আর কোনো নেতা আছেন?'

গত কয়েক সপ্তাহে একটু উদ্যোগ নিয়েই আমি এমন অন্তত ৩০ জনের সঙ্গে কথা বলেছি, যাঁদের কেউ জদ্দু চৌধুরীর মতো ট্যাক্সি চালান, কেউ অন্যের বাড়িতে কাজ করেন, কেউ-বা রংমিস্ত্রি আবার কেউ প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে শহর কলকাতায় আসেন কফি শপে কাজ করতে। তাঁদের অন্তত ৮০ শতাংশ সেই কথাই বলেছেন, যা বললেন চৌধুরী।

কলকাতা শহরে যাঁরা মফস্বল থেকে কাজ করতে আসেন বা আসেন বিহার, উত্তর প্রদেশ বা ঝাড়খন্ড থেকে, তার সংখ্যা বিরাট। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠবে, মাত্র ৩০ জনকে প্রশ্ন করে কি এই বিশালকায় কর্মরত নিম্নবিত্ত বা দরিদ্র শ্রেণি, যাকে ইংরেজিতে বলা হয় ওয়ার্কিং ক্লাস, তার সার্বিক মত বোঝা সম্ভব? না, সম্ভব নয়। বিশেষত আন্তর্জাতিক অর্থসংস্থান পরিসংখ্যান যখন বলছে ভারতে 'ওয়ার্কিং ক্লাসের' আয়তন প্রায় ৫০ কোটি, তখন কোনো অবস্থাতেই ৩০ জনকে জিজ্ঞাসা করে এটা বোঝা সম্ভব নয় দরিদ্রের ভোট কোন দিকে যাবে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও করতে হয়; কারণ, সাংবাদিকতার কাজটাই অনেকটা সে রকম। কয়েকজনের সঙ্গে সামনাসামনি বা ফোনে কথা বলে একটা ধারণা তৈরি করা যে হাওয়া কোনো দিকে বইছে। পাঁচ দফা নির্বাচনের পর আমার ধারণা তৈরি হয়েছে যে নিম্নবিত্ত দরিদ্রের ভোট এবারও পাবেন নরেন্দ্র মোদি।

আর যেহেতু এই শ্রেণির আয়তন ৫০ কোটি এবং ভারতের মোট ভোটার প্রায় ১০০ কোটি, তাই ধরে নেওয়া যেতে পারে 'ওয়ার্কিং ক্লাসের' ভোটের বড় অংশ পেতে চলেছেন মোদি। বারবার মোদি বলছি কিন্তু বিজেপি নয় তার কারণ, ভারতে আর কেউই এই নির্বাচনে বলছেন না যে এই লড়াই বিজেপি বনাম বাকিদের। সবাই অজ্ঞাতে বা সচেতনভাবে বলছেন এই লড়াই মোদি বনাম বিরোধীদের এবং সেই লড়াইয়ে অন্তত 'ওয়ার্কিং ক্লাসের' মধ্যে কেন মোদি এগিয়ে রয়েছেন, তার খুব যৌক্তিক উত্তর দিলেন দক্ষিণ কলকাতার বালিগঞ্জের 'দ্য রেড হাউস' নামের এক ক্যাফে কর্মী জগবন্ধু দাস।

'আমাদের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ক্ষোভ নেই। কারণ, তিনি তো অনেক কিছু করেছেন। সে জন্য আমরা তাঁকে সরাতে চাই না এবং অবশ্যই তাঁকে ভোট দেব ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে। সেটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মুখ্যমন্ত্রী রাখার ভোট, আর এখন যে ভোট হচ্ছে, সেটা তো ভারতের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের ভোট। ফলে এখন আমরা মোদিকেই ভোট দেব', বললেন জগবন্ধু।

এর মানে অবশ্য এটা নয় যে গরিব মানুষের সবাই নরেন্দ্র মোদিকে ভোট দেবেন। তবে একটা বড় অংশ যে দেবেন, তা নিয়ে বিশেষ সন্দেহ না রাখাই ভালো।

কী বলছেন মধ্যবিত্ত-উচ্চবিত্তরা

এখানেই মজা। ২০১৪ বা ২০১৯ সালে সামাজিক মাধ্যমে চোখ রাখলে নরেন্দ্র মোদি এবং বিজেপিবিরোধী মন্তব্য প্রায় চোখেই পড়ত না।

আর ২০২৪ সালে মনে হচ্ছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ৫০ শতাংশ বা তার বেশি দখল করে আছেন মোদিবিরোধীরা। ভারতে মোদিবিরোধী ভিডিও ব্লগার ধ্রুব রাঠি বা রবিশ কুমার মোদিবিরোধী বাস্তু চক্রের মহাতারকায় পরিণত হয়েছেন।

মোদিবিরোধী নাগরিক সমাজ এবং ভারতের রাজনৈতিক বিরোধীদের প্রবল প্রচারণা দেখে মনে হচ্ছে, প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ৩৭০ আসন (শুধু বিজেপির জন্য) বা বিজেপি জোটের জন্য ৪০০ আসন দিবাস্বপ্ন। ক্ষমতায় আসার জন্য প্রয়োজনীয় ২৭২ আসন এককভাবে পেলেই বিজেপি এবং নরেন্দ্র মোদি যথেষ্ট সন্তুষ্ট হবেন। সম্পাদক এবং জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক দেবাশীষ রায়চৌধুরীর কথায়, 'বিজেপি বরাবরই আসনসংখ্যা বিরাট বাড়িয়ে বলে। তারা যে জয়ের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে, সেটা বোঝানোর জন্যই তারা এটা করে। ২০২১ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে আমরা দেখেছি, তাদের যখন তিনটি আসন রয়েছে তখন তারা বলছে, তারা ২০০ পেরিয়ে যাবে। অনেকটা এই স্লোগানের কারণে তারা শেষ পর্যন্ত সত্তরের ওপরে আসন পেয়েছিল।' অর্থাৎ ৩৭০ পাওয়ার সম্ভাবনা নেই।

ভারতে যে অংশটা একটু ভালো চাকরির ওপর নির্ভরশীল বা ছোট ব্যবসায়ী, তাঁরা বিজেপির ওপরে প্রবল ক্ষুব্ধ। সম্প্রতি বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জে প্রশ্নোত্তরে এক ব্যবসায়ীর প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে রীতিমতো বিপদে পড়েছিলেন ভারতের অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ।

প্রশ্নকর্তা অর্থমন্ত্রীকে সরাসরি বলেন যে যত দিন যাচ্ছে ব্যবসায়ী এবং শেয়ারবাজারের লেনদেনকারীরা অর্থ বিনিয়োগ করছেন অর্থাৎ ঝুঁকি নিচ্ছেন এবং 'নিদ্রিত শরিক' (স্লিপিং পার্টনার) হিসেবে কোনো ঝুঁকি না নিয়ে উত্তরোত্তর বেশি লাভ করছে সরকার। সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত সীতারমণ এক লাইনের একটি চটুল উত্তর দেন। 'আপনার শরিক যদি নিদ্রিত থাকে, তাহলে সে তো এখানে বসে উত্তর দিতে পারবে না।' তাঁর এই মন্তব্য গোটা দেশে সমালোচিত হয়।

এই ক্ষুদ্র উদাহরণ থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে ভারতের ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, মধ্য এবং উচ্চবিত্ত চাকরিজীবী এবং ভারতের বাজারের প্রধান ক্রেতাগোষ্ঠী বিজেপির ওপর প্রবল খেপে রয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, কিন্তু অর্ধেক আসন বা সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার দৌড়ে বিজেপি কোথায় দাঁড়িয়ে?

সমাজবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্সেস কলকাতার অধ্যাপক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মইদুল ইসলাম মনে করেন, অর্ধেকের বেশি ভোট হয়ে যাওয়ার পর মনে হচ্ছে বিজেপির সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার সম্ভাবনা কম।

মইদুল বলেন, 'এবার যে কিছুটা কম ভোট পড়ছে, এটা বিজেপির জন্য অবশ্যই চিন্তার ব্যাপার। এর একটা কারণ হতে পারে, প্রধান যে দাবিগুলো বিজেপির পূর্ণ করার কথা ছিল, যেমন কাশ্মীর থেকে সংবিধানের ৩৭০ ধারা প্রত্যাহার বা রামমন্দির নির্মাণ–সেগুলো হয়ে গেছে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই তাদের নেতা-কর্মীরা একটু উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছেন। যে উৎসাহ নিয়ে তাঁরা অতীতে ভোট দিতে গিয়েছিলেন, তেমনটা অনেক ক্ষেত্রেই যাচ্ছেন না।'

মইদুল আরও বলেন, 'অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ সাধারণের সমাধান বিজেপি গত কয়েক বছরে করে উঠতে পারেনি। কৃষির সংকট রয়ে গেল, মুদ্রাস্ফীতি রয়ে গেল। চাকরির বাজারের বিস্তার হলো না। সমস্যাগুলো মিটল না। ১০ বছরে এগুলো না মেটায় এখন তাঁরা বুঝেছেন যে এগুলো আগামী ১০ বছরেও মিটবে না। সে কারণেই তাঁরা ভোট দিতে কেন্দ্রমুখী হচ্ছেন না এবং প্রথম দিকে যে রাজ্যগুলোতে বিজেপি শক্তিশালী, সেখানে কম ভোট পড়েছে।'

বিজেপি যে যথেষ্ট চাপের মধ্যে রয়েছে, তা স্বীকার করেন ভেঙ্কিটেশ রামাকৃষ্ণান। ভেঙ্কিটেশ অতীতের দ্য ফ্রন্টলাইন পত্রিকার জ্যেষ্ঠ সম্পাদক এবং বর্তমানে একটি সংবাদবিষয়ক ওয়েবসাইটের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক। তিনি মনে করেন না যে বিজেপি হেরে গেছে এমনটা এই মুহূর্তে ধরে নেওয়া উচিত।

তাঁর মতে, 'অবশ্যই বিজেপিবিরোধী একটা হওয়া রয়েছে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি বেশ কটি রাজ্যে বিজেপির অবস্থা ভালো নয়। যেমন দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটকে, যেখানে বিজেপি জোট গত নির্বাচনে ২৮-এর মধ্যে ২৭ আসন পেয়েছিল, সেখানে এবার তাদের ভালো রকম আসন কমার একটা আশঙ্কা রয়েছে। কিন্তু আবার এর পাশাপাশি দক্ষিণ ভারতের তেলেঙ্গানায় চার-পাঁচটি আসন বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এভাবে বিষয়টি কাটাকাটি হয়ে যাচ্ছে।'

অনেকটাই নির্ভর করছে উত্তর প্রদেশের ওপর

নির্বাচনের ভবিষ্যৎ এখন অনেকটাই নির্ভর করছে ভারতের সবচেয়ে বড় রাজ্য উত্তর প্রদেশের ওপর, যেখানে সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ৮০টি আসন রয়েছে। ভেঙ্কিটেশের বক্তব্য, বিজেপি এই নির্বাচনে উত্তর প্রদেশে ৭০-এর বেশি আসন আশা করেছিল। ভেঙ্কিটেশ বলেন, 'কিন্তু বিজেপির অভ্যন্তরীণ সমীক্ষা বলছে, এটা ৬২-এর ওপরে যাচ্ছে না এবং তাদের শরিক "আপনা দল"কে নিয়ে ৬৪। ২০১৯ সালেও তারা এই আসন পেয়েছিল। কিন্তু বিজেপিরই অন্যান্য কিছু মহলের ধারণা যে তারা ৩০টি আসন হারাবে, মানে ৫০-৫৫ আসন পাবে উত্তর প্রদেশে। সে ক্ষেত্রে এটা রুখতে যা করার, তারা সেটা করবে। এখন এটাকে ঠেকাতেই যেটা প্রাথমিকভাবে বিজেপি করেছে, সেটা হচ্ছে বিভিন্ন দল থেকে ভাগিয়ে নেতাদের নিজেদের দলে নিয়ে এসেছে, যাতে মনে হয় ময়দানে বিজেপি ছাড়া আর কোনো দল নেই। একচ্ছত্রভাবে এই নির্বাচন জিতবে। এ ছাড়া এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা সিবিআই (সেন্ট্রাল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন) এগুলো দিয়েও একটা চাপ দেওয়ানো হচ্ছে, সেটা তো আমরা দেখতেই পাচ্ছি।'

জাতপাতের রাজনীতির প্রশ্নে উত্তর প্রদেশে প্রায় একই রকম জনপ্রিয়তা বা সমালোচনা রয়েছে বিজেপি এবং বিরোধীদের, বিভিন্ন বর্ণ ও জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে।

বিষয়টির ব্যাখ্যা করলেন দ্য ওয়্যার পত্রিকার রাজনৈতিক সম্পাদক অজয় আশীর্বাদ।

অজয় আশীর্বাদ বলেন, 'উত্তর ভারতে, বিশেষ করে উত্তর প্রদেশ এবং বিহারে, বর্ণ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে মোদি সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মাত্রার অসন্তোষ থাকা সত্ত্বেও বিজেপি এখনো বিভিন্ন বর্ণ-গোষ্ঠী নিয়ে গঠিত সমাজে তার সামাজিক অস্তিত্ব ধরে রাখতে পেরেছে। কিছু বৃহত্তর বর্ণ-গোষ্ঠী, যেমন রাজপুতরা কিছু অঞ্চলে বিজেপির বিরুদ্ধে তাদের ক্ষোভ দেখিয়েছে। অন্য ছোট বর্ণ-গোষ্ঠীগুলো, যারা গত কয়েকটি নির্বাচনে বিজেপিকে সমর্থন করেছে, তারাও তাদের অসন্তোষ দেখিয়েছে। এই ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীগুলো গুরুত্বপূর্ণ।'

তবে উত্তর ভারতের একটি মূল কৃষিভিত্তিক সম্প্রদায় জাঠ, তারা কাকে ভোট দেবে বা দিয়েছে, তা এখনো নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয় বলে মনে করেন অজয় আশীর্বাদ।

উত্তর ভারতে মোদির প্রভাব এখনো জোরালো

উত্তর ভারতে মোদির এখনো ভালো প্রভাব রয়েছে বলে মনে করেন ভেঙ্কিটেশ। তিনি বলেন, 'এটা নিয়ে কোনো সন্দেহই নেই যে উত্তর ভারতে মোদি বড় ফ্যাক্টর। কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে যে এই ফ্যাক্টর ঠিক কতটা বড়? সম্প্রতি আমার সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে (বিরোধী রাজনৈতিক নেতা) যোগেন্দ্র যাদব যেটা বলেছেন, ২০১৪ ও ২০১৯ সালে মোদি নামেরই একটা বিরাট প্রভাব ছিল। রাস্তাঘাটে মোদির বিরোধিতা করা হলে, হয়তো দেখা যেত যে অনেক ক্ষেত্রে যিনি বিরোধিতা করছেন, তিনি মার খাচ্ছেন। সেই আবেগ সম্ভবত এখন আর নেই।'

কিন্তু বিশ্লেষকদের বাইরে ট্যাক্সিচালক জদ্দু চৌধুরী বা জগবন্ধু দাসের মতো ক্যাফের ওয়েটার মনে করেন না মোদিকে নিয়ে আবেগ কমেছে।

মধ্য ও উচ্চবিত্ত এবং নিম্নবিত্তের এই টানাপোড়েনে শেষ পর্যন্ত তৃতীয়বারের জন্য নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রী হন কি না, তা জানা যাবে আর এক সপ্তাহ পর–৪ জুন।

সৌ: প্র: আ:

জনপ্রিয়তা বাড়ছে টেলিস্বাস্থ্য ও টেলিমেডিসিন-এর

জয়দেব বেরা

বর্তমান যুগ বিশ্বায়ন ও তথ্যপ্রযুক্তির যুগ। যার প্রভাব স্বাস্থ্য ক্ষেত্রেও লক্ষণীয়। স্বাস্থ্যক্ষেত্রের দুটি গুরুত্বপূর্ণ আধুনিক পদ্ধতি হল - "টেলিস্বাস্থ্য" ও "টেলিমেডিসিন " পদ্ধতি। স্বাস্থ্য সম্পর্কিত এই বিষয় গুলি অনলাইন মিডিয়া, ভিডিও কনফারেন্স, ফোন কল, ইমেল, স্যাটেলাইট প্রযুক্তি প্রভৃতির সাথে সম্পর্কিত। টেলিফোনের মাধ্যমে সর্বপ্রথম চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয় ১৯৮৯ সালে মেডফোন কর্পোরেশন এর মাধ্যমে। সাধারণত হৃদরোগীদের মধ্যে এই সেবা দেওয়া হয়। এরপর ১৯৯০ সালের দিকে মেডফোন তাদের একটি মোবাইল সেলুলার সংস্করণ করে। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের ১২ টি হাসপাতাল এই ধরনের চিকিৎসা সেবা প্রদান করে থাকে। যদিও ভারতে এই পদ্ধতি ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করছে। টেলিস্বাস্থ্য ও টেলিমেডিসিন পরস্পর পরস্পরের সাথে ওতপ্রোতভাবে সংযুক্ত। প্রথমে আমরা জানবো টেলিস্বাস্থ্য সম্পর্কে। টেলিস্বাস্থ্য হচ্ছে টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সেবা ও তথ্য প্রদান করা। টেলিস্বাস্থ্য পরিষেবা রোগী এবং চিকিৎসা বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে টেলিফোনে কথাবার্তার মতো যতটা সাদাসিদা হতে পারে আবার ঠিক ততটাই জটিলও হতে পারে। তবে বর্তমান সময়ে এই স্বাস্থ্য পরিষেবা খুব জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এই পদ্ধতিতে এক দেশ থেকে কোনো চিকিৎসক ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে তার সেবা অন্য কোনো দেশের রোগীকে প্রদান করে থাকেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, চিকিৎসকগণ রোগীদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য ই-মেইল বা ভিডিও কনফারেন্স পদ্ধতির ব্যবহার করেন। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় দূরবর্তী দূরত্ব সত্ত্বেও তারা এই পদ্ধতিতে রোগীদের জন্য ঔষধপত্র লিখে দেওয়া ছাড়াও অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের পরিষেবা প্রদান করে থাকেন।

টেলিস্বাস্থ্য ক্লিনিক্যাল ও নন-ক্লিনিক্যাল উভয় ক্ষেত্রেই পরিষেবা প্রদান করে থাকে। এক্ষেত্রে ক্লিনিক্যাল এর ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে - ১)রোগ নিরূপন পদ্ধতির মাধ্যমে মেডিক্যাল চিত্র প্রেরণ করা, ২) ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে লাইভ শিক্ষা চর্চা করা, ৩)রোগ নিরূপণের জন্য স্বাস্থ্য উপাত্তগুলো প্রেরণ করা অথবা রোগ নিরাময়ের জন্য এটাকে অনেক সময় দূর তদারকি অথবা রিমোট মনিটরিং হিসাবেও উল্লেখ করা হয়, ৪) রোগীর অবস্থা তদারকি ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে রোগের প্রতিরোধ করা অথবা স্বাস্থ্যের উন্নয়ন ঘটানো এবং ৫) জরুরি অবস্থায় টেলিফোনের মাধ্যমে স্বাস্থ্য পরামর্শ দেওয়া। একে অনেক সময় 'টেলিটারেজ' হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়। আবার অন্যদিকে টেলিস্বাস্থ্য প্রযুক্তির নন-ক্লিনিক্যাল প্রয়োগ গুলি হল-১)মাঝে মধ্যে এই প্রযুক্তির কল্যাণে মেডিক্যাল শিক্ষায় দুরশিক্ষণ চর্চা করা হয়। এর মাধ্যমে রোগীর আচরণ ও সেবা সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হয়, ২) প্রশাসনিক ব্যবহার যেমন- টেলিস্বাস্থ্য নেটওয়ার্কের সম্প্রসারণ এর মাধ্যমে তদারকি এবং স্বাস্থ্যসেবার উপস্থাপন, ৩) টেলিস্বাস্থ্যের উপর গবেষণা, ৪) অনলাইন তথ্য এবং স্বাস্থ্য উপাত্ত ব্যবস্থাপনা, ৫)স্বাস্থ্য পরিচর্যার ব্যবস্থাপনায় সমন্বয় সাধন, ৬) সার্বিক স্বাস্থ্য সেবার ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি।

টেলিস্বাস্থ্যকে আবার মূলত তিনভাগে বিভক্ত করা হয়ে থাকে। যথা:

১)সংরক্ষণ এবং সম্প্রচার এর মাধ্যমে টেলিস্বাস্থ্য সেবা (Store and Forward Telehealth): এই পদ্ধতিতে ডিজিটাল ইমেজ, ভিডিও, অডিও এবং ক্লিনিক্যাল উপাত্তগুলো সংগ্রহ করে এক জায়গায় সংরক্ষণ করা হয়।

২)রিয়েল টাইম টেলিস্বাস্থ্য (Real Time Telehealth): রিয়েল টাইম টেলিস্বাস্থ্য পদ্ধতির আওতায় টেলিযোগাযোগ এর মাধ্যমে তাৎক্ষণিক মিথস্ক্রিয়া চর্চা করা হয়। এই ধরনের পদ্ধতিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভিডিও কনফারেন্সিং এর ব্যবহার করা হয়। ভিডিও কনফারেন্সিং এর সময় অন্যান্য প্রযুক্তিরও সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। মাঝে মধ্যে দ্বিমুখী শ্রোতা প্রযুক্তির মাধ্যমেও এই ধরনের স্বাস্থ্যসেবা চর্চা করা হয়। এই প্রসঙ্গে টেলি মানসিক স্বাস্থ্য, টেলি পুনর্বাসন, টেলি হৃদরোগ সেবা, টেলি নার্সিং, টেলি রেডিওলজি, টেলি দন্ত চিকিৎসা প্রভৃতির কথা বলা যেতে পারে।

৩)দূরবর্তী রোগী তদারকি (Remote Patient Monitoring): দূরবর্তী রোগী তদারকি পদ্ধতির আওতায় বায়োমেট্রিক উপাত্তগুলো সংরক্ষণ করে তা পাঠানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের সেন্সর ব্যবহার করা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, টেলি-ইইজি যন্ত্রটি রোগীর মস্তিষ্কে ইলেক্ট্রিক্যাল গতিপ্রকৃতি তদারকি করে এবং এই গতি রেখাগুলো একজন বিশেষজ্ঞের কাছে পাঠিয়ে দেয়। এগুলো উপরোল্লিখিত রিয়েল টাইম পদ্ধতির মাধ্যমেও সম্পন্ন করা যায় অথবা স্টোর এবং ফরওয়ার্ড অথবা সংরক্ষণ এবং প্রেরণের মাধ্যমেও চর্চা করা যায়।

অপরদিকে, টেলিমেডিসিন হল টেলিস্বাস্থ্যেরই একটি অংশ। টেলিমেডিসিন কেবলমাত্র ক্লিনিক্যাল পরিষেবার সাথে সংযুক্ত। ক্লিনিক্যাল মেডিসিনের ক্ষেত্রে এখন টেলিমেডিসিন একটি দ্রুত উন্নয়নশীল পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্যগুলো টেলিফোন এর মাধ্যমে অথবা ইন্টারনেট ছাড়া অন্যান্য নেটওয়ার্কের মাধ্যমে পরামর্শের জন্য প্রেরণ করা হয়। এই ক্ষেত্রে অনেক সময় দুরমুখী স্বাস্থ্য প্রক্রিয়া এবং পরীক্ষা- নিরীক্ষার সাহায্য নেওয়া হয়। টেলিমেডিসিন মাঝে মধ্যে খুবই সাদামাটা হতে পারে। যেমন- টেলিফোন মারফত রোগী কোনো স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞের কাছে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পরামর্শ চাইছেন। আবার স্যাটেলাইট প্রযুক্তি এবং ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে যদি রোগী ও চিকিৎসক পরামর্শ চর্চা করেন তাহলে সেটিকে আমরা আবার জটিল বলে মনে করে থাকি, বিশেষ করে রোগী এবং স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞের অবস্থান যদি দুইটি ভিন্ন দেশে হয়।

টেলিমেডিসিন বলতে সাধারণত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য টেলিযোগাযোগ এবং তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারকে বোঝায়। এই টেলিমেডিসিন এর মাধ্যমে অনলাইন পদ্ধতিতে শারীরিক পরীক্ষা, মানসিক মূল্যায়ন এবং চক্ষুরোগ নিরূপণের মতো বিভিন্ন কাজ গুলো করা হয়ে থাকে। যাইহোক, টেলিমেডিসিন বলতে ইলেকট্রনিক অডিও এবং ভিজ্যুয়াল এর মাধ্যম ব্যবহার করে রোগী এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর মধ্যে রিয়েল-টাইম দ্বিমুখী যোগাযোগের মাধ্যমে দূরবর্তী ক্লিনিক্যাল পরিষেবার বিধানকে বোঝায়। টেলিমেডিসিনকে মূলত তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। এগুলি হল- সংরক্ষণ ও প্রেরণ পদ্ধতি, দূর তদারকি পদ্ধতি, মিথস্ক্রিয়া সেবা।

সবশেষে বলা যেতে পারে, টেলিস্বাস্থ্য ও টেলিমেডিসিন উভয়ই কিন্তু পরস্পরের সাথে সংযুক্ত। পার্থক্য মূলত একটাই সেটি হল-Telemedicine refers to remote medical services. On the other hand, Telehealth is related to non-medical and medical services.স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞগণ টেলিচিকিৎসার ক্ষেত্রে নিজেদের বিশেষায়িত শিরোনামের আগে টেলি শব্দ যুক্ত প্রিফিক্সটির ব্যবহার করেন। যেমন- টেলিচিকিৎসায় যে বিশেষজ্ঞ রেডিওলজি ব্যবহার করেন তিনি টেলিরেডিওলজি শব্দটি প্রয়াগ করেন তেমনি টেলিচিকিৎসার মাধ্যমে যে ব্যক্তি কার্ডিওলজি চর্চা করবেন তিনি টেলিকার্ডিওলজি শব্দটি প্রয়োগ করেন। অর্থাৎ এই দুটি পদ্ধতিকে প্রযুক্তিগত বা ডিজিটাল স্বাস্থ্য পরিষেবা বলা যেতে পারে। এই দুটি বিষয় অনলাইনের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে। এই পদ্ধতি গুলোর মাধ্যমে রোগীকে ও চিকিৎসককে শারীরিকভাবে মুখোমুখি উপস্থিত হওয়ার প্রয়োজন হয়না। এই পদ্ধতিতে অনলাইনের মাধ্যমে তথা টেলিযোগাযোগ এর মাধ্যমে স্বাস্থ্য পরিষেবা পাওয়া যায়।

লেখক: অতিথি অধ্যাপক, সমাজতত্ত্ব, গভর্নমেন্ট কলেজ অফ নার্সিং, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ এন্ড হসপিটাল, উলুবেড়িয়া

প্রথম নজর

ট্রেনের মধ্যে তীব্র গরমে মৃত্যু হয়েছে জওয়ানের, দাবি পরিবারের

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: তীব্র গরমে মৃত্যু সেনা জওয়ানের দাবি পরিবারের। ট্রেনের মধ্যেই মৃতদেহ উদ্ধার। ট্রেনে উঠার সময় সেনা জওয়ান স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন অনেক গরম লাগছে। গরমেই হয়তো মরে যাব । সম্ভবত অতিরিক্ত গরমের কারণেই মৃত্যু হয়েছে রিন্টু মন্ডল(৩৮) সেনা জওয়ানের বলে অনুমান পরিবারের লোকজনের। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে মালদার মানিকচক ব্লকের চৌকি মীরদাদপুর অঞ্চলের বিষনপুর এলাকায়। মৃত সেনা জওয়ানের স্ত্রী সোনালী মন্ডল (৩২) বলেন অতিরিক্ত গরমের কারণেই আমার স্বামীর মৃত্যু হয়েছে। স্বামীর পোস্টিং হয়েছিল কলকাতার কাঁচরাপাড়ায়। ট্রেনে ওঠার সময় আমার সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছিল। বলেছিল খুব গরম লাগছে। আমি এই গরমেই মরে যাব। ঘটনা সম্পর্কে জানা গেছে জানা গেছে মৃত সেনা জোয়ান লে লাদাখ কর্মরত ছিলেন। শারীরিকভাবে অসুস্থ হওয়ায় শিলিগুড়িতে চিকিৎসা চলছিল। চিকিৎসার পর সুস্থ হয়ে গেছিলেন। পোস্টিং হয়েছিল কলকাতার কাঁচরাপাড়া। শিলিগুড়ি থেকে ট্রেনে করে বাড়ি ফিরছিলেন ব্রেকিং সময়ে। তার মৃত দেহ পাওয়া যায় রামপুরহাট রেলস্টেশনে। সেখানকার জিআরপি মৃতদেহ উদ্ধার করে সেনা জওয়ান এর আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। সংশ্লিষ্ট আধিকারিকগণ মৃতদেহ বাড়ি নিয়ে আসেন। ধর্মীয় রীতিনীতি মেনে মানিকচক ঘাটে সৎকার করা হয়। মৃত সেনা জওয়ানের পরিবারে রয়েছে বিধবা মা গীতা মন্ডল, স্ত্রী সোনালী মন্ডল, দোস্ত দুই মেয়ে রাধিকা মন্ডল(১০) ও সারিকা মন্ডল(৭)। এই ঘটনায় শোকস্তব্ধ গোটা এলাকা।

শেষ দফার ভোটের দিন ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: ঘূর্ণিঝড় সরতেই এক ধাক্কায় চার থেকে পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়লো তাপমাত্রা। বাতাসে আপেক্ষিক আদ্রতার পরিমাণ বেশি থাকায় সঙ্গে রয়েছে অস্বস্তিকর গুমোট গরম। আগামী পহেলা জুন লোকসভা নির্বাচনের শেষ দফার ভোটের দিন অর্থাৎ শনিবার ঝড়-বৃষ্টি পূর্বাভাস দিল আবহাওয়া দফতর । মঙ্গলবার আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাঞ্চলের অধিকর্তা সোমনাথ দত্ত এই খবর জানান। তিনি বলেন, উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির জন্য ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকলেও দক্ষিণের জেলাগুলিতে সেভাবে আপাতত বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা নেই। বিক্ষিপ্তভাবে কিছু জায়গায় বৃষ্টিপাত হতে পারে দক্ষিণবঙ্গে। উত্তরবঙ্গের কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি এই তিন জেলায় মঙ্গল এবং বুধবার ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকছে। দার্জিলিং এবং কালিম্পং- এ ঝোড়ো হাওয়ার সতর্কতা জারি করা হয়েছে। শেষ দফার ভোটের দিনে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে রাজ্যজুড়ে। দক্ষিণের যে যে জেলায় ভোট রয়েছে সেই জেলাগুলিতেও বৃষ্টির দাপট থাকবে।
বর্ষা প্রবেশ করছে কবে ?কেরলে কবে প্রবেশ করবে বর্ষা? মূল ভূখণ্ডে বর্ষা প্রবেশ করার পরেই রাজ্যে বর্ষা ঢুকবে ।সেই সম্পর্কে স্পষ্ট বার্তা তখনই দিতে পারবে আবহাওয়া দফতর।

এবার মালদায় মিলবে সারা বছর আম

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মালদা

আপনজন: এবার মালদায় মিলবে সারা বছর আম। নতুন প্রজাতির আমের চাষ করে নজর কাড়ছেন মালদার যুবক। বারোমাসি নতুন প্রজাতির কাটিমন আম চাষ করে মালদায় দিশা দেখাচ্ছেন মালদার রাজীব রাজবংশী। বারোমাসি আম বলতে যা বোঝাই, কাটিমন তার আলাদা। বারোমাসি আমে দেখা গেছে বছরে দু'বার আম পাওয়া যায়। কিন্তু কাটিমনের ক্ষেত্রে বছরের প্রায় সবদিনই গাছে আম পাওয়া যায়। একদিনও গাছ ফাঁকা থাকার ব্যাপার নেই। অর্থাৎ আম বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গাছের বাকি জায়গায় মুকুল আসতে শুরু করে। এই মকুল থেকে দানা হয়ে আম বড় হতে শুরু করলে আবার মুকুল। বছরের সবসময় এভাবেই চলতে থাকে। আবার স্বাদে যেমন মিষ্টি তেমনই সুগন্ধিযুক্ত। অসময়ের এমন প্রজাতির আম চাষ করে নজির তৈরি করেছেন রাজীব রাজবংশী। নিজের ১ বিঘা জমিতে ১০০-র ওপর গাছ রোপন করেছেন। এখন ফল পেতে শুরু করেছেন তিনি। রাজীবের বাড়ি গাজোল ব্লকের পাণ্ডুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ফুলবাড়ি গ্রামে। ২০২০ সাল নাগাদ সোশ্যাল মিডিয়ায় বাংলাদেশের এক চ্যানেলে তিনি কাটিমন আমের চাষ দেখে অনুপ্রাণিত হন। তখন মালদায় সেই অর্থে চাষাবাদ শুরুই হয় নি। অবশেষে তিনি নদীয়ার ট্রাডিশনাল নার্সারি থেকে ১০৫ টি চারা কিনে নিয়ে আসেন। দু'বছরের মাথায় যদিও মুকুল আসতে শুরু করে। মুকুল ধরার পর প্রায় সাড়ে ৩ মাস সময় লাগে আম পরিণত হতে। আমের আকারও বেশ। খানিকটা বড় আকৃতির ৩টি আমেই ১ কেজির মতো। আবার ছোট আকার হলে ৪-৫টিতে প্রায় ১ কেজি। গাছের পরিচর্যা বলতে বছরে দু'বার গোবর সার ও পান্না পরিমাণ মতো দিতে হয়। বৃষ্টির সময় ছত্রাকনাশক এবং রোগ অনুযায়ী কীটনাশক স্প্রে করলেই চলে। নতুন পাতা আসার সময় কীটনাশক বেশি দরকার হয়।

শেষ দফার ভোটে বিশেষ ট্রেন চালানো হবে শিয়ালদহ দক্ষিণে

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● কলকাতা

আপনজন: আগামী ১ তারিখ দেশে শেষ দফার লোকসভা নির্বাচন। বঙ্গ-সহ মোট ৫৭টি আসনে ভোট হবে। রাজ্যের নটি লোকসভা কেন্দ্রের ভোটাররা দাঁড়াবেন ভোটের লাইনে। সেই নয়টি আসনে ভোটকর্মীদের বুথে পৌঁছতে বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করল পূর্ব রেলের শিয়ালদহ ডিভিশন। ১ তারিখ দমদম, বারাসত, বসিরহাট, জয়নগর, মথুরাপুর, ডায়মন্ড হারবার, যাদবপুর, কলকাতা দক্ষিণ, কলকাতা উত্তর এই আসনগুলিতে ভোট রয়েছে। মঙ্গলবার পূর্ব রেলের শিয়ালদহ ডিভিশনের তরফে একটি বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানানো হয়েছে, আগামী ১, ২ তারিখ শনিবার ও রবিবার ডায়মন্ড হারবার, ক্যানিং, নামখানা থেকে শিয়ালদহ পর্যন্ত বিশেষ ইএমইউ ট্রেন চালাবে তাঁরা। দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসক সুমিত গুপ্তার বিশেষ অনুরোধে এই ব্যবস্থা বলে জানিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ।রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, ডায়মন্ড হারবার থেকে শিয়ালদহ পর্যন্ত একটি বিশেষ ট্রেন চালানো হবে। সেই ট্রেনটি ২ জুন রাত ১ টায় ডায়মন্ড হারবার থেকে ছেড়ে রাত ২টো ২৭ মিনিটে শিয়ালদহ পৌঁছবে। পাশাপাশি ক্যানিং থেকেও চলবে বিশেষ ট্রেন। ট্রেনটি ২ জুন রাত ১ টার সময় ক্যানিং থেকে ছেড়ে ২.০৫ মিনিটে শিয়ালদহে পৌঁছবে। এছাড়াও, ১ তারিখ নামখানা থেকে শিয়ালদহ পর্যন্ত বিশেষ ট্রেন চলবে। ইএমইউ ট্রেনটি ১ জুন রাত ১১:৪৫ মিনিটে নামখানা থেকে ছেড়ে, ২ জুন রাত ০২:২০ মিনিটে শিয়ালদহ পৌঁছবে।অন্যদিকে,২ তারিখে বজবজ থেকে শিয়ালদহ ইএমইউ (৩৪১৬৫) ট্রেনটি রাত ১২টা ০৫-এর পরিবর্তে রাত ১২টা ৩০ মিনিটে ছাড়বে। ১ ও ২ তারিখ চালানো প্রত্যেকটি বিশেষ ট্রেন হল্ট এবং ফ্ল্যাগ স্টেশন-সহ সব স্টেশনেই থামবে।

ঝড়ে বিধ্বস্ত বহু পরিবারকে নিজ উদ্যোগে ত্রাণ বিলি কর্মাধ্যক্ষার

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: নিজের উদ্যোগে ঝড়ে বিধ্বস্ত একাধিক পরিবারকে ত্রাণ বিতরণ পঞ্চায়েত সমিতির মৎসের কর্মাধ্যক্ষা। রেমাল ঘূর্ণিঝড়ের কারণে ইতিমধ্যে নদীয়া জেলা দিয়ে বয়ে গেছে তীব্র ঝড়ো হওয়া এবং বৃষ্টি। আর তাতেই নদীয়ার শান্তিপুর ব্লকের একাধিক বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে গতকাল যখন তীব্র ঝড়ো হাওয়া বইছে তখন সাধারণ মানুষের যে সমস্ত কাচা বাড়ি রয়েছে প্রায় অনেক বাড়িরই টিনের চাল উড়ে গেছে। বৃষ্টির জলে ভেসে গেছে সারা ঘর। ভিজেছে কাপড় জামা বিছানা পত্র। কোলের ফুটফুটে শিশুকে বৃষ্টি থেকে বাঁচাতে কোনরকমে অন্যত্র সরে গিয়েছেন বাড়ির বড় সদস্যরা।বেগ পেতে হয়েছে বৃদ্ধ মানুষদেরও।
তাই এবার যে সমস্ত পরিবার কালকের ঘটে যাওয়া ঝোড়ো হওয়ায় কারণে বিপর্যস্ত হয়েছেন, তাদের পাশে দাঁড়ালেন শান্তিপুর পঞ্চায়েত সমিতির মৎস্য দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষা প্রিয়া সরকার গোস্বামী । ঝড়ের মধ্যেই এলাকার বাড়ি বাড়িতে গিয়ে খোঁজ খবর নিয়েছিলেন প্রিয়া সরকার।সেই মোতাবেক কারা এই ঝড়ে বিপর্যস্ত হয়েছেন তাদের নামের তালিকা নিজের হাতে তৈরি করেন তিনি। এরপর আজ নিজের উদ্যোগে শান্তিপুর ব্লকের বেলঘড়িয়া ২,বেলঘড়িয়া ১, গবার চর এলাকার প্রায় ৪৫ টি পরিবার, এবং গয়েশপুর পঞ্চায়েতের তিনটি পরিবারকে ত্রিপল দিয়ে সাহায্য করেন।যদিও আর্ত মানুষদের পাশে থেকে তাদের একটু কষ্ট লাঘবের জন্যই তার এই প্রয়াস বলে তিনি জানান তিনি। তিনি আরও জানান প্রথমে তিনি একজন সমাজসেবী হিসাবেই সাধারণ মানুষের কাছে পরিচিত ছিলেন। তবে বিগত এক বছর হল তিনি দলীয় অধিকার বলে, বর্তমানে জনতার সমর্থনে শান্তিপুর পঞ্চায়েত সমিতির মৎসের কর্মাধ্যক্ষা হিসাবে নিযুক্ত হয়েছেন। যেহেতু তিনি রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত, তাই তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা তার কাছে গুরু বাক্য। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দলীয় কর্মীদের সবসময় মানুষের দুঃখে পাশে দাঁড়াতে বলেছেন। আর সেই শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে এবার ঝড়ে বিধ্বস্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তিনি জনসেবা করলেন বলেই জানান। যদিও এই বিপর্যয়ের মধ্যে যে সমস্ত মানুষ বিপর্যস্ত হয়েছিলেন, তারা পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষার কাছ থেকে সাহায্য পেয়ে অনেকটাই খুশি।

গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব দূরে ঠেলে হাজি নুরুলের সমর্থনে শাসনে হয়ে চলেছে একের পর এক পথসভা

মনিরুজ্জামান ● হাড়োয়া

আপনজন: নয় নয় করে ছ'দফার ভোট শেষ। বাকি আর মাত্র এক দফার ভোট। আগামী ১ জুন, শনিবার সেই সপ্তম তথা শেষ দফার ভোট।আর এই ভোটের দিনক্ষণ যত এগিয়ে আসছে ততই উদ্দীপনা বাড়ছে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী সমর্থকদের মধ্যে, বক্তা বসিরহাট তৃণমূল কংগ্রেস নির্বাচনী কোর কমিটির অন্যতম সদস্য তথা জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ।
বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী হাজী সেখ নুরুল ইসলামের সমর্থনে মঙ্গলবার এক পথসভা অনুষ্ঠিত হয় হাড়োয়া বিধানসভা এলাকার কীর্ত্তিপুর ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের পার খড়িবাড়িতে। ফারহাদ আরও বলেন, এখান থেকে প্রচুর ভোটে লিড করবে তৃণমূল কংগ্রেস। বারাসাত ২ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি শম্ভুনাথ ঘোষ বলেন,মানুষের রায় তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে আছে। সাধারণ মানুষের নানান পরিষেবা তৃণমূল কংগ্রেস বছরভর দিয়ে এসেছে।এখন তার প্রতিদান দেওয়ার জন্য তারা মুখিয়ে আছে।এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বারাসাত ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মনোয়ারা বিবি, সাহাবুদ্দিন আলি,সহিদুল ইসলাম, রমা মন্ডল,রবিউল হোসেন,কাশেম আলি,আসাদ আলি, দীপু মন্ডল,আমির হোসেন, ডাঃ মসিউদ্দিন,মলয় ঘোষ, খোকন শা,নাইমুল ইসলাম, রাজ্জাক মল্লিক প্রমুখ।

ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতি আখ ও কলা গাছের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নদিয়া

আপনজন: ঘূর্ণিঝড় রিমলের কারণে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি নদিয়ায়। আখ ও কলা গাছ নষ্ট হয়ে গেছে, বিঘা বিঘা জমিতে চাষ করা আখ ও কলাগাছ মাটিতে শুয়ে পড়েছে। ঘূর্ণিঝড় রিমলের তাণ্ডবে যথেষ্টই প্রভাব পড়েছে নদিয়ায়। রবিবার মধ্যরাত থেকে সোমবার বিকেল পর্যন্ত চলে অতি ঝড়ো হওয়ার সাথে ভারী বৃষ্টি, আর তাতেই ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়তে হলো নদিয়ার কলা চাষি এবং আখ চাষিদের। একটানা ঝড়ো হওয়ার কারণে মাটিতে লুটিয়ে শুয়ে গেছে কলা গাছগুলি, এছাড়াও শুয়ে পড়েছে বিঘা বিঘা জমিতে চাষ করা আখ গাছ। আর এই নিয়ে দুশ্চিন্তায় এখন চাষিরা। তারা জানাচ্ছেন এই ঝড়ে অতিরিক্ত ক্ষতি হল তাদের। একমাত্র আখ চাষ ও কলা চাষের উপরে নির্ভর করে চলে সারা বছর সংসার। কিন্তু এই প্রবল ঝড়ে যে ক্ষতি হয়েছে তা এখন মাথায় হাত তাদের। যদিও তারা ঋণ নিয়ে চাষ করে থাকেন। কিন্তু ক্ষয়ক্ষতি সংখ্যা বিপুল পরিমাণে হওয়ায় এখন কিভাবে ঋণ শোধ করবেন বুঝতে পারছেন না চাষিরা। তাদের দাবি সরকার পাশে দাঁড়াক।

বিজেপির সব আছে, কিন্তু নেই শুধু মানুষের সমর্থন: অভিষেক

আসিফা লস্কর ● আমতলা

আপনজন: প্রাকৃতিক বিপর্যয় কেটে যাওয়ার পর নিজের লোকসভা কেন্দ্রে নির্বাচনী প্রচার করলেন ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূলের প্রার্থী তথা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার বিকেল আনুমানিক পাঁচটা নাগাদ ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত বিষ্ণুপুর বিধানসভার সেঞ্চুরি প্লাইউডের পার্কিং এর মাঠে নির্বাচনী জনসভা করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এই জনসভা থেকে রাজ্যের বিরোধী দলগুলি বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তোলেন তিনি। তিনি বলেন ভোটের সময় দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দক্ষিণ ২৪ পরগনায় এসে সভা করে কিন্তু কোনরকম প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা এলাকার উন্নয়নের জন্য নরেন্দ্র মোদি তার মন্ত্রিসভার কোন মন্ত্রীকে এই এলাকায় পাঠায় না। তিনি আরো বলেন ডায়মন্ডহারবার মডেল দেশে যেভাবে করোনা মোকাবিলায় প্রশংসিত হয়েছে তেমনি জয়ের ব্যবধানে দেশের প্রশংসিত হবে ডায়মন্ড হারবার লোকসভা। তিনি আরো বলেন যে দলের প্রার্থী খুজতেই একমাস লাগে সেই দলে ভোটের বুথ এজেন্ট খুঁজতে কতদিন লাগবে। এরাই আবার এজেন্ট না বসাতে পেরে অভিযোগ করবে যে তৃণমূল এজেন্ট বসতে দেয়নি বুথগুলিতে। বিরোধীদের বুথে বসার জন্য এজেন্ট টি খুঁজে পাচ্ছে না এজেন্ট কি তৃণমূল পাঠাবে। গত বাম জামানায় ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রে পানীয় জল থেকে শুরু করে রাস্তাঘাট কিছুই উন্নয়ন হয়নি। যখন আমি ২০১৪ সালে প্রথম নির্বাচনে লড়ার জন্য ডায়মন্ড হারবারে আসি তখন আমি ডায়মন্ড হারবারে বিভিন্ন বুথে বুথে ঘুরে দেখেছি মানুষ কতটা কষ্টে রয়েছে। এলাকার মানুষদের জন্য পথশ্রী থেকে পানীয় জল সমস্ত ব্যবস্থাই আমরা করেছি। কথা দিয়ে কথা রাখার নামই হলো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আমি কারোর মতন এখানে মিথ্যা ভাষণ দিতে আসিনি। তিনি আরো বলেন ২০২১ এর বিধানসভা নির্বাচনের সময় তৃণমূলকে হারানোর জন্য তৃণমূলের বিধায়কদের বিজেপি তাদের দলে ফিরিয়ে নিয়েছিল কিন্তু তাতে কোন লাভ হয়নি। সাত শুন্য হয়েছিল। বিজেপি তৃণমূলের প্রার্থীদেরকে অনুরোধ করব আমার বিরুদ্ধে কোন কথা বলার আগে আমার নিঃশব্দ বিপ্লব পুস্তিকা নিয়ে পড়তে। এলাকায় যে উন্নয়ন হয়েছে সেটাই আমরা পেয়ে যাবেন। ভারতীয় জনতা পার্টির কাছে দেশের সমস্ত কিছু আছে অর্থ বল আছে আধা সামরিক বাহিনী আছে ইডি সিবিআই থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু আছে কিন্তু মানুষের জনসমর্থন নেই। তৃণমূলের কাছে কিছু না থেকেও মানুষের জনসমর্থন রয়েছে। গণতন্ত্রের শেষ কথা বলে জনগণ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

মোটর সাইকেল ও পিক আপ ভ্যানের সংঘর্ষে মৃত ১

মোহাম্মাদ সানাউল্লা ● লোহাপুর

আপনজন: মোটর সাইকেল ও পিক আপ ভ্যানের মুখোমুখী সংঘর্ষে মৃত্যু হল এক যুবকের। চুয়াল্লিশ বছর বয়সী মৃতের নাম আজিজুল হক। বাড়ি নলহাটি ২ নং ব্লকের বারা হায়দারপুর গ্রামে। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, আজিজুল হক সোমবার বিকেলে ব্যবসায়ী তাগদার জন্য মুর্শিদাবাদের বেলায় পাড়ার রাস্তা ধরে উস্মরপুর যাচ্ছিলেন। মুর্শিদাবাদের রমনা এলাকায় একটি কালভাট সংলগ্ন জায়গায় রাস্তার বাক নিতেই উস্মরপুর থেকে একটি একটি পিক আপ ভ্যান লোহাপুর অভিমুখে দ্রুত গতিতে আসার পথে মটর সাইকেলটিকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সজোরে ধাক্কা মারে। ফলে মটর সাইকেল চালক আজিজুল হক ঘটনাস্থলে গুরুত্বর আহত হয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে যান।তৎক্ষণাৎ স্থানীয়রা গাড়ির চালককে আটক করে ঘটনা স্থল থেকে উদ্ধার করে জঙ্গিপুর হাসপতালে নিয়ে জান। সেখানে চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। আজিজুল হক তার পরিবারে স্ত্রী সহ এক ছেলেকে রেখে পরলোক গমন করায় এলাকায় নেমে আসে শোকের ছায়া। মঙ্গলবার জঙ্গিপুর হাসপতালে ময়না তদন্তের পর হায়দারপুর গ্রামের সাহবাখানায় তাকে কবরস্থ করা হয়েছে বলে পরিবার সূত্রে জানা গেছে।

মমতার রোড শো...

আপনজন: মঙ্গলবার বিরাট বণিক মোড় থেকে যশোর রোডে বিমানবন্দরের দুই নম্বর গেট পর্যন্ত য় চার কিলোমিটার পদযাত্রা করেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

কবিগুরুর কবিতার বাংলা উচ্চারণের জন্য ক্ষমা চাইলেন প্রধানমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বারুইপুর

আপনজন: মোদির মুখে ফের রবি ঠাকুরের কবিতা, তারপরেই 'ক্ষমা' চাইলেন ভোটের বাংলায় আরও একবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে স্মরণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কবিগুরুর 'বাংলার মাটি, বাংলার জল' বলতে গিয়ে নিজের বাংলা উচ্চারণ নিয়ে বারুইপুরের ভরা জনসভায় ক্ষমাও চাইলেন প্রধানমন্ত্রী।বহু বার রবি ঠাকুরের কবিতা পাঠ করতে দেখা গিয়েছে মোদিকে। ভোটের বাংলায় মঙ্গলবার বিকালে আরও একবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে স্মরণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আর তার পর পরই মোদির বাংলা উচ্চারণ নিয়ে সরব হয়েছে তৃণমূলের নেতা নেত্রীরা। এবার নিজের বাংলা উচ্চারণের জন্য ক্ষমা চাইলেন মোদি। যা এই পর্বে নতুন মাত্রা যোগ করল বলেই মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহলের একাংশ।মঙ্গলবার যাদবপুর এবং কলকাতা দক্ষিণের বিজেপি প্রার্থীদের সমর্থনে বারুইপুরে সভা ছিল প্রধান মন্ত্রীর। এই সভাতেই বাংলার কথা বলতে গিয়ে কবিগুরুর প্রসঙ্গ টানেন মোদি। বলেন, 'রবি ঠাকুরের পঙক্তি। বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার ফল, পূণ্য হোক পূণ্য হোক হে ভগবান।' এরপরই খানিকটা গলা নামিয়ে মোদি বলেন, 'আমার উচ্চারণ দোষের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী।'প্রসঙ্গত, ২০২১ সালে রাজ্যে বিধানসভা ভোটের আগে বহু বক্তৃতায় মোদির কণ্ঠে উঠে এসছিল রবি ঠাকুরের প্রসঙ্গ। সেই সময় বিশ্বভারতীর শতবর্ষ উদযাপন হোক, কিংবা 'মন কী বাত', সর্বত্রই কবিগুরুর প্রসঙ্গ উত্থাপন করতেন মোদি। শুধু কী তাই, সেই সময় মোদির দাড়ি-বেশভূষা নিয়েও আলোচিত হয়েছিল। রবি ঠাকুরের বিভিন্ন গান-কবিতার লাইন যেভাবে উচ্চারণ করতেন একজন অবাঙালি প্রধানমন্ত্রী, তা নিয়ে বিভিন্ন মহলে সমালোচিতও হয়েছিল। এমনকি, মোদির বাংলা উচ্চারণ নিয়ে কটাক্ষ করতে পিছপা হয়নি জোড়াফুল শিবির। এবার নিজের উচ্চারণের জন্য যেভাবে মোদি প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইলেন,তা আলাদা নজর কাড়ল বলেই মনে করা হচ্ছে। আবার 'বাংলার মাটি, বাংলার জল' রাজ্য সঙ্গীত হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, নতুন করে যাতে 'উচ্চারণ-বিভ্রাট' নিয়ে কোনও বিতর্ক না হয়, তার জন্যই মোদির এহেন ক্ষমাপ্রার্থনা।
এদিন 'বাংলার মাটি, বাংলার জল' বলতে গিয়ে মোদি বলেন, 'এই লাইনগুলিত বাংলার মাহাত্ম্যের দর্শন রয়েছে। দুর্ভাগ্য যে, সিপিএম এবং তৃণমূলের রাজনীতি বাংলাকে বরবাদ করে দিয়েছে। দল ২টো। তবে দোকান একটাই।এদিন তিনি যাদবপুরের বিজেপি প্রার্থী ড: অনির্বাণ গাঙ্গুলী ও কলকাতা দক্ষিনের বিজেপি প্রার্থী দেবশ্রী চৌধুরীকে জেতানোর আহবান জানালেন।

রেকর্ড ভেঙে রোনাল্ডো বললেন, ‘আমি রেকর্ডের পেছনে ছুটি না’

আপনজন ডেস্ক: রেকর্ড ভাঙার মঞ্চটা প্রস্তুতই ছিল। পাশাপাশি কিছুটা উদ্বেগও হয়তো ছিল। সৌদি প্রো লিগে মৌসুমে সর্বোচ্চ গোলের রেকর্ড ভাঙতে হলে লিগের শেষ ম্যাচেই ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোকে করতে হতো দুই গোল। নামটা যখন রোনাল্ডো, অসম্ভব কিছুই নয়। লিগের শেষ দিনে আল ইত্তিহাদের বিপক্ষে আল নাসরের ৪-২ ব্যবধানে জেতা ম্যাচে ঠিকই জোড়া গোল করলেন পর্তুগিজ মহাতারকা।

এই দুই গোলের পর সৌদি লিগে রোনাল্ডোর গোলসংখ্যা এখন ৩৫। ২০১৮-১৯ মৌসুমে আবদেররাজাক হামাদাল্লাহর করা ৩৪ গোলের রেকর্ড ভেঙে দিলেন ‘সিআর সেভেন’। মরক্কোর স্ট্রাইকার হামাদাল্লাহও রেকর্ডটি গড়েছিলেন আল নাসরের হয়ে। হামাদাল্লাহ অবশ্য রেকর্ডটি গড়ার পথে খেলেছিলেন ২৬ ম্যাচ, আর রোনাল্ডো রেকর্ডটি ভেঙেছেন ৩১ ম্যাচ খেলে। রিয়াদে গতকাল রাতে প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে হামাদাল্লাহর রেকর্ডটি স্পর্শ করেন রোনালদো। ৬৯ মিনিটে রোনাল্ডো রেকর্ড ভাঙেন জোরালো এক হেডে লক্ষ্যভেদ করে।

২০২৩ সালের জানুয়ারিতে ফ্রি ট্রান্সফারে আল নাসরে যোগ দেওয়া রোনাল্ডো সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ক্লাবটির হয়ে ৬৯ ম্যাচে করেছেন ৬৪ গোল। আর চলতি মৌসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ৪৪ ম্যাচে রোনাল্ডো গোল করেছেন ৪৪টি। রেকর্ড ভাঙার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিজের প্রতিক্রিয়াও জানিয়েছেন রোনাল্ডো। রোনাল্ডো লিখেছেন, ‘আমি রেকর্ডের পেছনে ছুটি না, রেকর্ডই আমার পেছনে ছোটে।’

রোনাল্ডোর গোলের রেকর্ডও অবশ্য শেষ পর্যন্ত আল নাসরের লিগ শিরোপা পুনরুদ্ধারের জন্য যথেষ্ট হয়নি। শীর্ষে থেকে শিরোপা জেতা আল হিলালের চেয়ে ১৪ পয়েন্টে পিছিয়ে দুই নম্বরে থেকে লিগ শেষ করেছে তারা। ৩৪ ম্যাচ শেষে অপরাজিত থেকে লিগ শেষ করা আল হিলালের পয়েন্ট ৯৬, আর দুইয়ে থাকা আল নাসরের পয়েন্ট সমান ম্যাচে ৮২।

রোনাল্ডোদের অবশ্য এখনো একটা শিরোপা জয়ের আশা আছে। আগামী শুক্রবার রাতে কিং কাপের ফাইনালে আল হিলালের মুখোমুখি হবে আল নাসর।

কোচের পদে ‘তেন্ডুলকার’, ‘ধোনি’, ‘মোদি’, ‘অমিত শাহ’-এরও আবেদন!

আপনজন ডেস্ক: শচীন তেন্ডুলকার, মহেন্দ্র সিং ধোনি, নরেন্দ্র মোদি, অমিত শাহ। চাইলে আরও কিছু নাম দেওয়া যায়–হরভজন সিং, বীরেন্দর শেবাগ। নামগুলো পরিচিত। এবং ‘তাঁরা’ সবাই ভারতের ছেলেদের জাতীয় ক্রিকেট দলের কোচ পদে আবেদন করেছেন। নিশ্চয়ই বিশ্বাস হচ্ছে না? নামগুলো ঠিকই আছে শুধু মানুষগুলো আলাদা। আসল ঘটনা হলো ভারতের রাজনীতিবিদ এবং ক্রিকেটারদের নাম ব্যবহার করে অনেকেই আবেদন করেছেন প্রধান কোচ পদে। অর্থাৎ ভুয়া নামে আবেদন!

বর্তমান প্রধান কোচ রাহুল দ্রাবিড়ের সঙ্গে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) চুক্তির মেয়াদ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ পর্যন্ত। তার আগেই ১৩ মে এই পদে প্রধান কোচ পদে আবেদন চেয়ে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিল বিসিসিআই। গতকাল আবেদনের সময়সীমা শেষ হয়। ৩ হাজারেরও বেশি আবেদন পেয়েছে বিসিসিআই। ভারতের সংবাদমাধ্যম ‘ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস’ জানিয়েছে, বেশির ভাগ আবেদনই করা হয়েছে ভুয়া নামে। ক্রিকেটার এবং রাজনীতিবিদদের নামই বেশি ব্যবহার করা হয়েছে এ ক্ষেত্রে। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস আরও জানিয়েছে, তেন্ডুলকার, ধোনি, হরভজন, শেবাগ–ভারতের এসব কিংবদন্তিদের নামে একাধিক আবেদপত্র জমা পড়েছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও এই তালিকা থেকে বাদ পড়েননি। তাঁদের নাম ব্যবহার করেও আবেদন জমা পড়েছে।

টাইমস অব ইন্ডিয়া ও ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস জানিয়েছে, বিজ্ঞপ্তিতে গুগল ফর্মে আবেদন চেয়েছে বিসিসিআই। তার পর থেকেই প্রচুর ভুয়া আবেদন জমা পড়তে শুরু হয়। ঝামেলা হলো, প্রধান কোচ হতে সত্যিকারের আগ্রহী ব্যক্তিরা আবেদন করেছেন কি না, সেটি এখন পর্যন্ত বুঝে উঠতে পারেনি বিসিসিআই।

ভুয়া আবেদন নিয়ে বিসিসিআইয়ের ঝামেলায় পড়ার ঘটনা এই প্রথম নয়। ২০২২ সালে প্রধান কোচ চেয়ে দেওয়া বিজ্ঞপ্তিতেও অন্তত ৫ হাজার ভুয়া আবেদন পেয়েছিল বিসিসিআই, যেখানে তারকাদের নাম ব্যবহার করা হয়। বিসিসিআই সে সময় আবেদনপত্র মেইল করতে বলেছিল, কিন্তু এবার গুগল ফর্ম ব্যবহার করেছে।

ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস বিসিসিআইয়ের এক কর্মকর্তাকে উদ্ধৃত করে লিখেছে, ‘গত বছরও বিসিসিআই ভুয়া আবেদনকারীদের এমন প্রতিক্রিয়া পেয়েছিল এবং এবারও গল্পটা একই। গুগল ফর্মে আবেদন চাওয়ার কারণ হলো এতে একটি শিটেই প্রার্থীর নাম সহজভাবে যাচাই-বাছাই করা যায়।’

ভারতের ছেলেদের জাতীয় দলের নতুন কোচ ২০২৭ বিশ্বকাপ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করবেন। এই দায়িত্ব পালনে কী কী যোগ্যতা থাকতে হবে, সেসব বিজ্ঞপ্তিতেই জানিয়ে দেয় বিসিসিআই। তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো,

আবেদনকারীকে ‘অবশ্যই কাজের প্রত্যাশা পূরণ করতে হবে এবং তারকা অ্যাথলেটদের সামলানোর চাপ সইতে হবে।’ এর পাশাপাশি ভারতের ক্রিকেট দলকে বিশ্বমানের গড়ে তোলার পাশাপাশি সব কন্ডিশনেই টেকসই সাফল্য এনে দেওয়া এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকেও অনুপ্রাণিত করার চাহিদার কথাও বলা আছে।

ফ্রেঞ্চ ওপেন থেকে প্রথম রাউন্ডেই বিদায় নাদালের

আপনজন ডেস্ক: গ্র্যান্ড স্ল্যাম ক্যারিয়ারে এর আগে প্রথম রাউন্ড থেকে বিদায় নিয়েছেন একবারই। ২০১৩ উইম্বলডনে। ১১ বছর পর রাফায়েল নাদালের ক্যারিয়ারে ফিরে এল সেই স্মৃতি। সেটাও তাঁর নিজের ‘দুর্গ’ ফ্রেঞ্চ ওপেনে! রোঁলা গারোর লাল দুর্গে আজ ছেলেদের প্রথম রাউন্ডে আলেক্সান্দার জভেরেভের কাছে ৬-৩, ৭-৬ (৭-৫), ৬-৩ গেমের হারে বিদায় নিয়েছেন নাদাল। ভাবা যায়, এ টুর্নামেন্টে ১৪ বারের চ্যাম্পিয়ন, যেখান থেকে তিনি কখনো দ্বিতীয় রাউন্ডেও বিদায় নেননি–সেই লাল দুর্গে ‘রাজা’র পতন হলো অবিশ্বাস্য দ্রুততায়!

রোঁলা গারোর এই লাল দুর্গে ২০০৫ সালে শিরোপা জিতে অভিষেক রাঙিয়েছিলেন নাদাল। এই টুর্নামেন্টে খেলা মোট ১১৬ ম্যাচে আজ চতুর্থ হার দেখলেন নাদাল। কেউ কেউ ভেবে নিতে পারেন, এটাই হয়তো শেষবারের মতো! চোটে জর্জরিত কিংবদন্তি জুনে ৩৮-এ পা দেবেন। ২২ বারের গ্র্যান্ড স্ল্যামজয়ী নিজেই নিজের ক্যারিয়ারের শেষ দেখে ফেললেও অবাক হওয়ার কিছু নেই।

কোমর ও মাংসপেশির চোটে ২০২৩ সালের জানুয়ারি থেকে ফ্রেঞ্চ ওপেনের আগ পর্যন্ত মাত্র চারটি টুর্নামেন্টে খেলেছেন নাদাল। র‍্যাঙ্কিংয়ে ২৭৬তম অবস্থানে থেকে অবাছাই হিসেবে ড্রয়ে প্রথম রাউন্ডে প্রতিপক্ষ হিসেবে পেয়েছিলেন চতুর্থ বাছাই জভেরেভকে। শুধু কী তাই, জভেরেভের মুখোমুখি হওয়ার আগে রোম ওপেনে সরাসরি সেটে হারেন পোলান্ডের উবার্ত উরকাৎসের কাছে। জভেরভের মুখোমুখি হওয়ার আগে নাদাল নিজেই তাঁকে নিয়ে বলেছিলেন ‘সম্ভাব্য সবচেয়ে কঠিন প্রতিপক্ষ।’ শেষ পর্যন্ত তাঁর শঙ্কাই সত্যি হলো। প্রথম দুই সেট হেরে যাওয়ার পর তৃতীয় সেটে কিছুটা ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেন স্প্যানিশ কিংবদন্তি। ব্রেক পয়েন্টে নিজের সার্ভিসেই ফিরতি শটে বল কোর্টের বাইরে মারায় হার নিশ্চিত হয় নাদালের। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গুঞ্জন চলছে, ফ্রেঞ্চ ওপেনে এটাই হয়তো নাদালের শেষ শট। টুর্নামেন্ট শুরুর আগেই যে ‘এটাই নাদালের শেষ’–এমন গুঞ্জন শুরু হয়েছিল। চোটের কারণে গত বছর ফ্রেঞ্চ ওপেনে খেলতে না পারার পর নাদাল জানিয়েছিলেন, ২০২৪ সালের টুর্নামেন্টটাই হয়তো তাঁর শেষ ফ্রেঞ্চ ওপেন হবে।

অবশ্য কবে কোথায় থামবেন সেটা শুধু নাদালই জানেন। আপাতত এই প্রশ্নের উত্তর নেই তাঁর কাছে। হারের পর বলেছেন, ‘আমি ঠিক জানি না এটাই শেষবারের মতো কি না। আমি শতভাগ নিশ্চিত নই। তবে যদি সেটাই হয় তাহলে আমি এই সময়টা উপভোগ করতে চাই। আজ কেমন লাগছে সেটি ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন।’

নাদালের অবিশ্বাস্য বিদায় ঘটলেও ফিলিপ শাতরিয়ে কোর্টে যতক্ষণ ছিলেন দর্শকেরা কিন্তু তাঁর নামে স্লোগান দিয়েছেন। ‘রাফা! রাফা!’ স্লোগানে প্রকম্পিত হয়েছে গ্যালারি। ৫০ মিনিটের মধ্যে প্রথম সেটটি হারের পরও দর্শকেরা তাঁর পাশেই ছিলেন। রোঁলা গারোয় মাত্র চতুর্থবারের মতো কোনো ম্যাচের প্রথম সেটে হারলেন নাদাল। তাঁকে হারানোর মধ্য দিয়ে জভেরেভ দ্বিতীয় রাউন্ডে ওঠার পাশাপাশি একটি তালিকায়ও নাম লেখালেন। ফ্রেঞ্চ ওপেনে তৃতীয় খেলোয়াড় হিসেবে নাদালকে হারালেন জভেরেভ। ২০০৯ সালে রবিন সোডারলিংয়ের পর ২০১৫ ও ২০২১ সালে নাদালকে হারিয়েছেন নোভাক জোকোভিচ।

মারেসকাকে ৫ বছরের চুক্তির প্রস্তাব দেবে চেলসি

আপনজন ডেস্ক: লেস্টার সিটিই তাঁদের কোচ এনজো মারেসকার সঙ্গে চেলসিকে কথা বলার অনুমতি দিয়েছিল। সুযোগটা চেলসি সম্ভবত ভালোভাবেই কাজে লাগাতে যাচ্ছে। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ‘গার্ডিয়ান’ জানিয়েছে, মারেসকাকে কোচ বানাতে তাঁকে পাঁচ বছরের চুক্তির প্রস্তাব দিতে প্রস্তুত চেলসি। মারেসকাও এই প্রস্তাবে রাজি হবেন বলে জানিয়েছে গার্ডিয়ান। মাত্র এক মৌসুম কোচের দায়িত্ব পালনের পর পারস্পারিক সমঝোতার ভিত্তিতে চেলসি ছেড়েছেন মরিসিও পচেত্তিনো। ২১ মে বিবৃতির মাধ্যমে খবরটি জানিয়েছিল চেলসি। এরপর স্ট্যামফোর্ড ব্রিজের ক্লাবটির কোচ হওয়ার দৌড়ে মারেসকার নাম বেশ জোরেশোরেই উচ্চারিত হচ্ছিল। ব্রাইটনের রবার্তো দে জেরবি, ব্রেন্টফোর্ডের টমাস ফ্রাঙ্ক ও ইপচউইচ টাউনের কিয়েরান ম্যাককেনাও ছিলেন চেলসির কোচ হওয়ার দৌড়ে। গার্ডিয়ান জানিয়েছে, নিজেদের স্কোয়াডে কৌশলগতভাবে প্রতিভাবান খেলোয়াড় থাকায় এবং মারেসকা বল দখলে রেখে খেলার দর্শনে বিশ্বাসী হওয়ায় এই ইতালিয়ানের সঙ্গে দুইয়ে-দুইয়ে চার মেলাতে চায় চেলসি।

চেলসি যে মারেসকাকেই কোচ বানাতে চায়, সেটি এরই মধ্যে নিশ্চিত করে দিয়েছেন দলবদল নিয়ে নির্ভরযোগ্য সংবাদকর্মী ফাব্রিজিও রোমানো। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ‘এক্স’-এ তাঁর পোস্ট, ‘এনজো মারেসকাকে প্রধান কোচ বানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে চেলসি। চুক্তির মেয়াদ ফুরাবে ২০২৯ সালের জুনে, পাঁচ বছরের চুক্তি। এক বছর অর্থাৎ ২০৩০ সালের জুন পর্যন্ত মেয়াদ বাড়ানোর সুযোগ আছে চুক্তিপত্রে।’

মারেসকাকে চেলসির দীর্ঘমেয়াদি চুক্তির প্রস্তাব দেওয়ার প্রস্তুতি নেওয়াটা একটু অদ্ভুত। কারণ, সর্বশেষ কোচ পচেত্তিনোর সঙ্গে চেলসি দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি করেনি। দুই বছরের চুক্তির পাশাপাশি মেয়াদ এক বছর বাড়ানোর সুযোগ রাখা হয়েছিল। গার্ডিয়ান জানিয়েছে, মারেসকা ইতিমধ্যেই লেস্টার ছাড়ার প্রস্তুতি নিয়েছেন। তাঁকে এ ব্যাপারে সাহায্য করছেন চেলসির দুই ক্রীড়া পরিচালক পল উইনস্ট্যানলি এবং লরেন্স স্টুয়ার্ট। এ মৌসুমে চ্যাম্পিয়নশিপ (দ্বিতীয় বিভাগ) থেকে লেস্টারকে প্রিমিয়ার লিগে ফিরিয়ে এনেছেন ৪৪ বছর বয়সী মারেসকা। খেলোয়াড়ি ক্যারিয়ারে জুভেন্টাসের হয়ে সিরি ‘আ’ এবং সেভিয়ার হয়ে উয়েফা কাপ (ইউরোপা লিগ) জিতেছেন মারেসকা।

তবে মারেসকাকে কোচ বানানোর প্রক্রিয়ায় চেলসির এখনো কিছু কাজ বাকি আছে। লেস্টারকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। ক্ষতিপূরণের অঙ্ক কত হবে, সে বিষয়ে দুই ক্লাবকে ঐকমত্যেও পৌঁছাতে হবে। গার্ডিয়ান জানিয়েছে, নিজেদের কোচকে ছাড়তে লেস্টার ১ কোটি পাউন্ড ক্ষতিপূরণ চায়।

ইতালির বয়সভিত্তিক দল থেকে উঠে আসা সাবেক মিডফিল্ডার মারেসকা গত বছর লেস্টার কোচের দায়িত্ব নেন। তার আগে ম্যানচেস্টার সিটিতে পেপ গার্দিওলার সহকারী হিসেবে কাটান ২০২২-২৩ মৌসুম। ২০২১ সালে পার্মা কোচের দায়িত্ব নেওয়ার আগে ২০২০-২১ মৌসুমে সিটির এলিট ডেভেলপমেন্ট স্কোয়াডের কোচের দায়িত্বে ছিলেন মারেসকা। সে সময় সিটির খুদেদের প্রথমবারের মতো প্রিমিয়ার লিগ টু (অনূর্ধ্ব-২১) শিরোপা জেতান।

খেলোয়াড়ি জীবনে মারেসকা ২০০১-০২ মৌসুমে জুভেন্টাসের হয়ে সিরি ‘আ’ জেতার পথে জিনেদিন জিদান, আলেসান্দ্রো দেল পিয়েরো, এডগার ডেভিডসের মতো কিংবদন্তিদের সতীর্থ ছিলেন। এ ছাড়া ওয়েস্ট ব্রমউইচ, ফিওরেন্তিনা, মালাগা, সাম্পদোরিয়া ও পালের্মোর হয়ে খেলেছেন মারেসকা।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ: মরগানের চোখে ভারতই সবচেয়ে শক্তিশালী

আপনজন ডেস্ক: টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের বাকি মাত্র ৩ দিন। কে ফেবারিট, কাদের হাতে উঠতে পারে ট্রফি–এমন অনেক আলোচনাই চলে এই সময়ে। ইংল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক এউইন মরগানের চোখে এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সবচেয়ে শক্তিশালী দল ভারত।

রোহিত-কোহলি-বুমরাদের যেকোনো দলকে সহজেই হারানোর সামর্থ্য আছে বলেও মনে করেন ২০১৯ ওয়ানডে বিশ্বকাপজয়ী মরগান।

স্কাই স্পোর্টসের পডকাস্টে মরগান বলেছেন, ‘আমার কাছে বিশ্বকাপের সবচেয়ে শক্তিশালী দল ভারত, বিশ্বকাপজুড়ে যদি তাদের চোটের সমস্যাও থাকে তবুও। তাদের শক্তি ও গভীরতা অবিশ্বাস্য। যে পরিমাণ সামর্থ্যবান ক্রিকেটার তাদের আছে, ১৫ সদস্যের দল থেতে কারা বাদ পড়েছে আমরা সেটা নিয়েই কথা বলছি। আমার মতে তারা ফেবারিট। কাগজে-কলমে ভারত অনেক শক্তিশালী। যদি মাঠে এটা দেখাতে পারে, তাহলে তারা সহজেই যেকোনো দলকে হারাতে পারবে বলে আমার মনে হয়।’

ওপেনিংয়ে রোহিত শর্মার সঙ্গী হিসেবে ভারত বিশ্বকাপ দলে নিয়েছে যশস্বী জয়সোয়ালকে। মূলত ওপেনিংয়ে ডানহাতি-বাঁহাতি কম্বিনেশন ধরে রাখতেই শুবমান গিল বাদ পড়েছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

তবে মরগান নির্বাচক হলে গিলকেই দলে রাখতেন, ‘আমি শুধু একটি সিদ্ধান্ত অন্যভাবে নিতাম। আমি দল নির্বাচন করলে যশস্বী জয়সোয়ালের জায়গায় শুবমান গিলকে নিতাম। আমি ওর সঙ্গে খেলেছি, আমি জানি ও কীভাবে চিন্তা করে, কীভাবে কাজ করে। আমরা মনে হয় ও এই দলের ভবিষ্যৎ নেতাও।’

পডকাস্টে মরগানের এই কথার প্রেক্ষিতে সাবেক ইংলিশ অধিনায়ক মাইকেল আথারটন মনে করিয়ে দিয়েছেন ভারতের শিরোপা-খরাকে। তিনি বলেছেন, ‘ভাগ্যের পরিহাস। কারণ, সবাই আইপিএলের কথা বলছে, কীভাবে এটা ভারতের টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট পরিবর্তন করে দিয়েছে। ভাগ্যের পরিহাস হলো এমন যে ভারত একবারই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতেছে, সেটা আইপিএল শুরুর আগে।’

যেকোনো টুর্নামেন্টে ভারত ফেবারিট তকমা নিয়ে খেলতে যায়। কিন্তু গত ১১ বছরে আইসিসি আয়োজিত কোনো টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি। ২০১৩ সালে জেতা চ্যাম্পিয়নস ট্রফিই ভারতীয়দের সর্বশেষ বৈশ্বিক শিরোপা।

মৃত ভাইয়ের জন্য ইতালির হয়ে খেলবেন অস্ট্রেলিয়ার ওপেনার জো বার্নস

আপনজন ডেস্ক: ২৩ টেস্টে ৩৬.৯৭ গড়ে ১৪৪২ রান, ৪টি সেঞ্চুরি ও ৭টি ফিফটি। ৬ ওয়ানডেতে ১টি ফিফটিতে ১৪৬ রান। জো বার্নসের অস্ট্রেলিয়া-পর্বটা এ রকমই। অস্ট্রেলিয়া-পর্ব বলা হচ্ছে এ কারণেই যে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে নতুন অধ্যায় শুরু করতে যাচ্ছেন বার্নস। আর সেই অধ্যায়ের নাম হবে জো বার্নসের ইতালি-পর্ব!

অস্ট্রেলিয়ার সাবেক ওপেনার বার্ন ঘোষণা দিয়েছেন, ফেব্রুয়ারিতে মারা যাওয়া বড় ভাইকে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য তিনি ইতালি ক্রিকেট দলের হয়ে খেলবেন। ইতালি দলে তিনি ৮৫ নম্বর জার্সি পরে খেলবেন, যেটা ব্রিসবেনের ক্লাব ক্রিকেট খেলার সময় তাঁর ভাই ডমিনিক বার্নস পরতেন। বার্নসদের ধমনিতে ইতালিয়ান রক্তও আছে। তাঁর বাবা অস্ট্রেলিয়ান হলেও মা ইতালিয়ান বংশোদ্ভূত। অনেক আগে ভাগ্যান্বেষণে বার্নস ভাইদের নানা ইতালি থেকে অস্ট্রেলিয়ায় পাড়ি জমিয়েছিলেন। ৩৪ বছর বয়সী জো বার্নস ইতালির হয়ে খেলবেন ২০২৬ বিশ্বকাপের আঞ্চলিক বাছাইপর্বে। ৮৫ নম্বর জার্সি বেছে নেওয়ার বিষয়ে ইনস্টাগ্রামে বার্নস লিখেছেন, ‘এটা শুধু একটা সংখ্যা নয়, এটা শুধু একটা জার্সি নয়। এটা সেই মানুষের জন্য, আমি জানি, যে কিনা ওপর থেকে গর্বের সঙ্গে সব দেখছে।’

জো বার্নস এখানেই থামেননি। তিনি এর সঙ্গে যোগ করেছেন, ‘এ বছরের ফেব্রুয়ারিতে আমার ভাই মারা গেছেন। তাঁর সর্বশেষ খেলা দলের জার্সি নম্বর ছিল ৮৫ এবং এটা তাঁর জন্মের বছরও।’ বার্নস অস্ট্রেলিয়া দলের হয়ে সর্বশেষ খেলেছেন ২০২০ সালের ডিসেম্বরে। কুইন্সল্যান্ডও তাঁর সঙ্গে নতুন করে চুক্তি করেনি।

ফাইনালের আগে কী খাবেন আর কী করবেন, জানালেন আনচেলত্তি

আপনজন ডেস্ক: তাঁর চেয়ে বেশি চ্যাম্পিয়নস লিগ জেতার স্বাদ পায়নি অন্য কোনো কোচ। বব পেইসলি, জিনেদিন জিদান এবং পেপ গার্দিওলার তিন চ্যাম্পিয়নস লিগ জয়ের ক্লাব ছেড়ে ২০২২ সালেই চার চ্যাম্পিয়নস লিগ জেতা কোচদের নতুন ক্লাব বানিয়েছেন তিনি। যেখানে এখন পর্যন্ত একমাত্র সদস্যও তিনি। ১ জুন রাতে রিয়াল মাদ্রিদ চ্যাম্পিয়নস লিগের ১৫তম শিরোপা জিতলে সেই ক্লাবও ছেড়ে যাবেন কার্লো আনচেলত্তি। তখন ৫ চ্যাম্পিয়নস লিগ জেতা একমাত্র কোচ হবেন এ ইতালিয়ান। তবে চ্যাম্পিয়নস লিগ জেতা যতই অভ্যাসের ব্যাপার হোক, ফাইনাল মানেই ভিন্ন এক আবেগ ও উত্তেজনা। এই ম্যাচ আর পাঁচটি ম্যাচের মতো নয়। কোচ হিসেবে ফাইনালের সেই দিনটি আনচেলত্তি কীভাবে কাটাবেন, তা নিয়ে ভক্ত-সমর্থকদের আগ্রহ ও কৌতূহলেরও শেষ নেই। সম্প্রতি বিষয়টি নিয়ে কথাও বলেছেন আনচেলত্তি। বলেছেন, ফাইনালের আগে পছন্দের খাবার খেয়ে কিছু সময় ঘুমানোর চেষ্টা করবেন তিনি। তবে ম্যাচ শুরুর আগে উত্তেজনা যে চূড়া স্পর্শ করবে, সেটি জানাতেও ভুললেন না অভিজ্ঞ এই কোচ। পাশাপাশি বলেছেন, ম্যাচের আগে দলকে বার্তা দেওয়ার সময় হৃদ্‌স্পন্দন বেড়ে যাওয়ার কথাও। ফাইনালের আগে নিজের কর্মকাণ্ড কেমন হবে, তা জানিয়ে আনচেলত্তি বলেছেন, ‘আমি খেতে পছন্দ করি। স্যামন মাছ আর পাস্তা খাব। তারপর এক ঘণ্টার একটা ঘুম দেব, যদি পারা যায় আর কী।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**